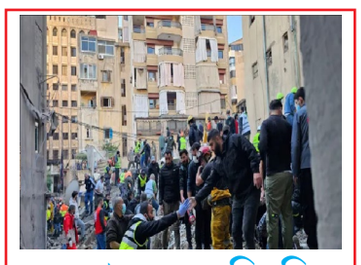

লেবাননে যুদ্ধবিরতি শুরু করল ইসরায়েল

সারে-জমিন

বড়ঞায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত গোটা গ্রাম

রূপসী বাংলা

এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা 'আত্মহত্যা' করেছেন

সম্পাদকীয়

ইসলাম ও যুবসমাজ

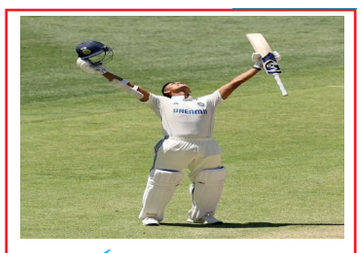

দাওয়াত

পার্থ জয় করে এক নম্বরে বুমরা, দুইয়ে জয়সোয়াল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৮ নভেম্বর, ২০২৪
১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 321 ■ Daily APONZONE ■ 28 November 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

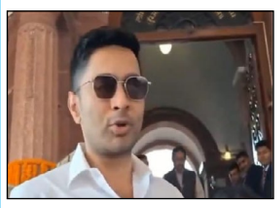

বাংলাদেশের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক: অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ ইস্যুতে এবার খুললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে সংসদ ভবনে ঢোকার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বুধবার অভিষেক বলেন, এসব বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। তবে বাংলাদেশে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। রাজনৈতিক মহলের ধারণা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ খুলে তৃণমূলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সনাতনী জাগরণ মঞ্চের মূল মুখপাত্র চিন্ময় ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতার করা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ইউনুস সরকারকে কড়া বার্তা দেয় ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেফতার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত সরকার। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়।

জেলায় জেলায় পাঠানো হবে পরিদর্শক, বিজ্ঞপ্তি জারি নবান্নে'র

প্রতি মাসে সংখ্যালঘু উন্নয়নের মূল্যায়ণ করবেন আধিকারিকরা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের সংখ্যালঘুদের কল্যাণে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্ম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জেলাভিত্তিক পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের সচিব এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলির জন্য ১৬ জন আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়েছে।

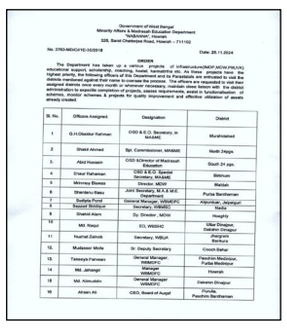

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে সাবেক মন্ত্রী আবদুস সাত্তারকে। একই সঙ্গে তাকে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে। আব্দুস সাত্তার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কাকতালীয়ভাবে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, ন্যাক পরিদর্শন, মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি অনলাইন মাধ্যমের সূচনা, সরকারিভাবে ঈদের ছুটি বৃদ্ধি, ওবিসি এনসিএল শংসাপত্র প্রদানের সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এবার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্ম দ্রুত ত্বরান্বিত পরিদর্শক নিয়োগ সংখ্যালঘু মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। নবান্নের তরফে জারি হওয়া ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা ইন্টিগ্রেটেড মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইএমডিপি), মাইনোরিটি ডেভলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার (এমডিডাব্লু), প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম (পিএমজেভিকে) ইত্যাদি প্রজেক্টের আওতায় সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত সহায়তা, বৃত্তি, কোচিং, হোস্টেল, কর্মতীর্থ ইত্যাদি প্রকল্পগুলির পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের প্রতি মাসে একবার বা যখনই প্রয়োজন হয় তাঁদের নির্ধারিত জেলা পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সংখ্যালঘু দফতরের প্রকল্পগুলি ত্বরান্বিত করার জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে বলা হয়েছে। সূত্রে খবর সংখ্যালঘু কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণে পরিদর্শক আধিকারিকরা মূল্যায়ন করবে, এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মানোন্নয়ন ও নতুন স্কিম তৈরির ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করবে।

Government of West Bengal
Minority Affairs & Madrasah Education Department
"NABANNA", Howrah
325, Sarat Chatterjee Road, Howrah – 711102

No. 3760-MD/O/1E-35/2018 Date: 25.11.2024

ORDER

The Department has taken up a various projects of infrastructure(IMDP,MDW,PMJVK) educational support, scholarship, coaching, hostel, karmatirtha etc. As these projects have the highest priority, the following officers of this Department and its Parastatals are entrusted to visit the districts mentioned against their name to oversee the process. The officers are requested to visit their assigned districts once every month or whenever necessary, maintain close liaison with the district administration to expedite completion of projects, assess requirements, assist in functionalisation of schemes, monitor schemes & projects for quality improvement and effective utilization of assets already created.

Sl. No.	Officers Assigned.	Designation	District
1	G.H.Obaidur Rahman	OSD & E.O. Secretary, in MA&ME	Murshidabad
2	Shakil Ahmed	Spl. Commissioner, MA&ME	North 24pgs.
3.	Abid Hussain	OSD &Director of Madrasah Education	South 24 pgs.
4	Enaur Rahaman	OSD & E.O. Special Secretary, MA&ME	Birbhum
5	Mrinmoy Biswas	Director, MDW	Maldah
6	Shantanu Basu	Joint Secretary, M.A.& M.E. Department	Purba Bardhaman
7	Sudipta Porel	General Manager, WBMDFC	Alipurduar, Jalpaiguri
8	Sazzad Siddique	Secretary, WBMSC	Nadia
9	Shahid Alam	Dy. Director , MDW	Hooghly
10	Md. Naqui	EO, WBSHC	Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur
11	Nuzhat Zainab	Secretary, WBUA	Jhargram Bankura
12.	Mudasser Molla	Sr. Deputy Secretary	Cooch Behar
13.	Taneeya Parveen	General Manager, WBMDFC	Paschim Medinipur, Purba Medinipur
14	Md. Jahangir	Manager WBMDFC	Howrah
15	Md. Alimuddin	General Manager WBMDFC	Dakshin Dinajpur
16	Ahsan Ali	CEO, Board of Auqaf	Purulia, Paschim Bardhaman

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন এমএ অ্যান্ড এমই'র ওএসডি ও ই.ও. সেক্রেটারি জি.এইচ. ওবায়দুর রহমান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন এমএ অ্যান্ড এমই'র স্পেশাল কমিশনার শাকিল আহমেদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওএসডি ও পরিচালক আবিদ হোসেন। অন্যান্য জেলার দায়িত্বে যে সমস্ত আধিকারিকরা রয়েছেন তাঁরা হলেন, এনাউর রহমান, মৃন্ময় বিশ্বাস, শান্তনু বসু, সুদীপ্ত পোড়েল, সাজ্জাদ সিদ্দিক, শহিদ আলম, মোঃ নকী, নুজহাত জয়নব, মুদাসের মোল্লা, তানিয়া পারভীন, মোঃ জাহাঙ্গীর, মোঃ আলিমুদ্দিন, আহসান আলী।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমস্ত চলমান প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ রাখবেন, মাদ্রাসা সহ সংখ্যালঘু সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক পরিদর্শন করার কথাও বলা হয়েছে। পরিদর্শক আধিকারিকরা সার্বিক উন্নয়নে পরামর্শদানের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করার কথাও ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারে আসার পরে সংশ্লিষ্ট কাজের খুব একটা অগ্রগতি ঘটেনি বলেও বহুবার অভিযোগ করেছেন সংখ্যালঘু মহলের বৃহৎ একটি অংশ। তাই সংখ্যালঘুদের দাবি-দাওয়া পূরণে ও সংখ্যালঘু উন্নয়নের বিকাশ ঘটাতে এই মূল্যায়ন ও পরিদর্শন জরুরি বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা সংখ্যালঘু পূর্ণমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা আববদুস সাত্তার।

হুমায়ুনকে তৃণমূলের শোকজ নোটিশ

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন করার দু'দিন পরে, বুধবার দলটি ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি হুমায়ুন কবির দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপমুখ্যমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করার দাবি জানিয়েছিলেন। এমনকী দলে অভিষেককে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ তোলেন। হুমায়ুন এর জন্য নিশানা করেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ দলীয় নেতাকে। তা নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তার মন্তব্য বিষয়ে তৃণমূলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি বৈঠকেও বসে। তাতে হাজির ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ প্রমুখ। সূত্রের খবর, এরপরই হুময়ুনকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে বলা হয় তিনি দলকে নিয়ে প্রকাশ্যে যে বক্তব্য করেছেন তাতে দল বিড়ম্বনায় পড়েছে। কেন তার এই মন্তব্য, তা তিনদিনের মধ্যে জানাতে বলেছে তৃণমূলের দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি।

আজমির দরগাহকে শিবমন্দির দাবি, কোর্ট নোটিশ দিল সংখ্যালঘু দফতর, এএসআইকে

আপনজন ডেস্ক: রাজস্থানের আজমিরের একটি আদালত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং কেন্দ্রকে নোটিশ জারি করেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে আজমিরে সুফি সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগায় একটি শিব মন্দির রয়েছে। সেপ্টেম্বরে দায়ের করা পিটিশনে আদালতের কাছে ফের ওই স্থানে পূজার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীর আইনজীবী যোগেশ সিরোজা বলেন, সিভিল জজ মনমোহন চান্ডেল আজমির দরগাহ কমিটি, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) অফিসে তাদের জবাব চেয়ে নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। রাজস্থানের ভজন লাল শর্মা সরকার রাজস্থান পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজমিরের হোটেল খাদিমের নাম পরিবর্তন করে অজয়মেরু করার এক সপ্তাহ পরে এই ঘটনা সামনে এল। আজমির শরিফের মামলার আবেদনকারী হিন্দু সেনার প্রধান বিষ্ণু গুপ্তা বলেন, আমাদের দাবি ছিল আজমির দরগাহকে সঙ্কটমোচন মহাদেব মন্দির হিসেবে ঘোষণা করা হোক। দরগাহর যদি কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন থাকে, তাহলে তা বাতিল করা উচিত। এর সমীক্ষা এএসআইয়ের মাধ্যমে হওয়া উচিত এবং হিন্দুদের সেখানে

উপাসনার অধিকার দেওয়া উচিত। পিটিশনে ১৯১১ সালে লেখা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হরবিলাস শারদার একটি বই উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, বুলন্দ দরওয়াজা সহ আজমির দরগার চারপাশে হিন্দু খোদাই এবং মূর্তি রয়েছে। আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে এই স্থানের গর্ভগৃহের মধ্যে একটি জৈন মন্দির রয়েছে। দরগা কমিটি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আঞ্জুমান সৈয়দ জাদগানের সেক্রেটারি সৈয়দ সারওয়ার চিশতি বলেন, দরগাহটি বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদের মধ্যে ঐক্যকে প্রচার করে, দরগায় আফগানিস্তান থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ অনুসারী রয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতির পরিপন্থী। আদালত আজ তিনটি পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে। আমরা দেখছি কী করা যায়।এই একই ভাবে মথুরা কাশীতে বহু পুরনো মসজিদকে টার্গেট করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২০ ডিসেম্বর।

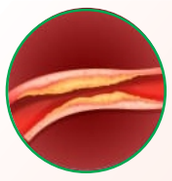

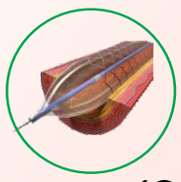

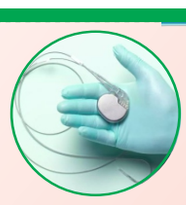

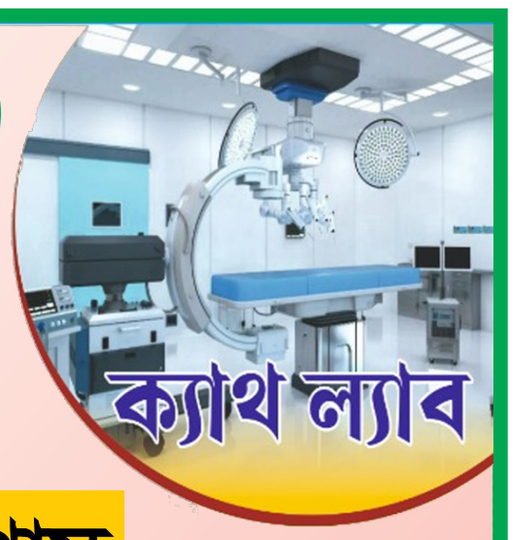

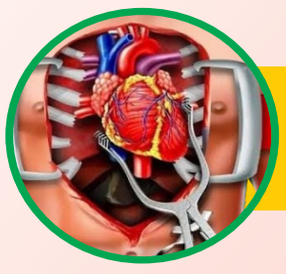

প্রথম নজর

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ফিরহাদের

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: নেমেছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন। বাংলাদেশের হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। সেই নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ। এই নিয়েই মঙ্গলবার মুখ খোলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ বলেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা মোটেই কাম্য নয়। বাংলাদেশে আগে একটা ধর্ম নিরপেক্ষতার বাতাবারণ ছিল। কিন্তু নতুন সরকার আসার পড়ে সেই ধর্ম নিরপেক্ষতা আর নেই। তিনি বলেন, এই সরকার পাকিস্তানের মতো পিছিয়ে পড়বে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পররাষ্ট্রের বিষয় নিয়ে তারা কোনো কথা বলেন না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তবুও যেহেতু তাদের প্রতিবেশী আর দুই বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি এক তাই বিষয়টা উল্লেখ করলেন। ফিরাদ হকিম বলেন, তিনি খুবই মর্মহত এই বিষয়ে। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ধর্ম নিপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

শিশু দিবসের পক্ষ কালে মশাল মিছিল

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন। সেই উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সংলাপের ব্যবস্থাপনায় কুলতলীর গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কৈখালী মহিলাদেরকে সন্ধ্যাকালীন মশাল মিছিল হল। আর এই মশার মিছিলে আসা দূর-দূরান্ত থেকে শীতলা সরদার, প্রতিমা সরদার, জয়ন্তী মন্ডল, বুলটি সরদার দের কথায় আমরা গ্রামাঞ্চলের মহিলারা আমরা আজ সুরক্ষিত নই রাজ্য সরকারের এই অপরাজিতা বিল কেবলমাত্র মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারবে তাই আমরা চাই এই বিলটি অবিলম্বে সরকার স্বীকৃতি দিক। আর তার জন্য এই বিলের সমর্থনে মশার মিছিল গৃহবধূদের সঙ্গে কিশোরীরা পা মেলায়। তপতী ভৌমিকের কথায় আমরা চাই মহিলারা সুরক্ষিত থাকুক।

দখলকৃত সরকারি জমি দলিল করে বিক্রির পর উদ্ধার করল প্রশাসন

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: সরকারি জমি দখল করে অবৈধভাবে দলিল করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ১ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে , জানা যাচ্ছে পোলবা দাদপুর ব্লকের আলিনগর কাশ্বাড়া এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৫৩ শতক জমি রয়েছে, যে জমির বেশিরভাগই ওই এলাকার নেতা রুহুল আমিন সাধারণ মানুষকে দলিল বানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, যদিও এলাকাবাসীদের অভিযোগ জমি কেনার পর থেকে কোন রকম ভাবেই তারা সম্পূর্ণ কাগজ তৈরি করতে পারছেন না, তাদেরই পার্শ্ববর্তী একটি জমি ফাঁকা পড়েছিল, ২ দিন আগে হঠাৎ করেই সেখানে কয়েকজন মানুষ সীমানা পাঁচিল দিতে আসলে রুখে দাঁড়ান এলাকাবাসী, সাথে সাথে সেখানে এসে পৌঁছান পোলবা দাদপুর ব্লকের সহ-সভাপতি তানসেন আলী মন্ডল তিনি দেখেন এই জমি ও বিক্রি হয়ে গেছে, বিক্রির নেপথ্যে রয়েছেন সেই রুহুল আমিন, সাথে সাথেই তিনি ব্লকের বি এল আর ও কে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন করেন, এ বিষয়ে বি এল আর ও জানিয়েছিলেন অবশ্যই আমরা খতিয়ে দেখব যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি হয়, তাহলে আমরা যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
বৃহস্পতিবার দুপুরে ঐ জমিটিকে খতিয়ে দেখতে আসেন পোলবা দাদপুর ব্লকের বিডিও ও বিএলআরও সেখানে এসে তারা সাফ জানিয়ে দেন এ জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের , সাথে সাথেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে জমিটিকে সরকারের দখলে এনে তাতে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়, এরপরে বি এল আর ও বা বিডিও কোনরকম প্রতিক্রিয়া না মিললেও, জেলা পরিষদের সভাধিপতি জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন সরকারের জমি কোনরকম ভাবে দখল করা যাবে না, তাই সেই নির্দেশ মতো বি এল আর ও বিডিও যে কাজ করেছে তাদের সাধুবাদ জানাই ,
অন্যদিকে এলাকার ওই নেতার বিরুদ্ধে একাধিক জমি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে যা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে মহকুমা শাসকের দফতরে ধর্নায় বাবা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ১০০ দিন নিখোঁজ থাকার পরে ছেলেকে ফেরানোর দাবিতে মহাকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ধরনায় বসলেন বাবা।
বীরভূমের রামপুরহাটের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের চাকলা মাঠের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাসের ছেলে তীর্থ দাস গত ১৭ই আগস্ট বৈকালে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় তারপরেই বীরভূমের রামপুরহাট থানায় তিনি অভিযোগ জানান। অভিযোগ জানানোর পরেও কোনভাবে ছেলেকে ফিরে না পেয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকদের জানানোর পরে পুলিশ প্রশাসনের কোনরকম সহযোগিতা না পেয়ে। মঙ্গলবার সকালে বিশ্বনাথ দাস বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ধরনা মঞ্চ করে পেরিয়ে গেল একশ দিন আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দিন ব্যানার লাগিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ধরনায় বসেন তিনি।
বিশ্বনাথ দাস জানান আগামী দিনে তিনি বীরভূম জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানাবেন এবং ছেলেকে ফিরে না পেলে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানাবেন।

রেলের আন্ডারপাস নিয়ে প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়কের মধ্যে সংঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফরাক্কার এনটিপিসি মোড়ে রেলের আন্ডারপাস নিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক ও বর্তমান বিধায়কের সংঘাত। আন্ডার পাশের বিরোধিতায় ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হকের সভা ঘিরে ব্যাপক সোরগোল রাজনৈতিক মহলে।
বুধবার দুপুর নাগাদ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এনটিপিসি মোড়ে আন্ডার পাস নিয়ে একটি সভা করেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাজার কমিটির সদস্য এবং ব্যবসায়ীরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক কার্যত ফরাক্কার বর্তমান বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। আন্ডার পাস করা নিয়ে কেন এত তোরজোর করছেন বর্তমান বিধায়ক, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মইনুল হক, বলেন বিকল্প জায়গা থাকার পরেও ভোটের

জেতার জন্য এন্টিপিসির উপর প্রেসার দিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীকদের ক্ষতি করে এনটিপিসি মোর দিয়ে আন্ডার পাস করতে চাইছে বিধায়ক। আন্ডার পাস নির্মাণে টাকা তো দেবে এনটিপিসি, তাহলে বিধায়কের এত তাড়া কিসের। এনটিপিসির ছাইয়ের গাড়ির অত্যাচারে বাজারের বেশিরভাগ ব্যবসা বন্ধ এবং মন্দা চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন ফারাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক।
এদিকে প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হকের এই বক্তব্য নিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। মনিরুল ইসলাম বলেন, উনি বিগত ৪০ বছর কোনো কিছু করেননি। আমি কিছু করছি তো বাঁধা দিচ্ছেন। এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিকল্প জায়গায় যে আন্ডারপাস কেন্দারনাথ ব্রিজের সামনে দিয়ে করার কথা ছিল সেখানে পুকুর এবং লেন্থ সহ আরো নানান সমস্যা থাকায় সেখানে করা সম্ভব না। তাই সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়িক, স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ফরাক্কা এনটিপিসি মোড়ে আন্ডার পাস করার উদ্যোগ নিয়েছি। অথচ উনি নিজেও করতে পারেনি আবার করতেও দেবেন না।

বড়ঞায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত গোটা গ্রাম, অসুস্থ বাসিন্দারা

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ডায়রিয়ায় আক্রান্ত আস্ত গ্রাম। গ্রামের দুই একজন নয় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত আস্ত একটি গ্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলার, বড়ঞা ব্লক সংলগ্ন, কল্যাণপুর টু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, কুন্ডল গ্রামে আদিবাসী অধ্যুষিত কুন্ডল গ্রামে অসুস্থ গ্রামবাসী।
ডায়রিয়ায় আক্রান্ত আস্ত একটি গ্রাম ৩০জনের ও বেশি । কুন্ডল গ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত অসুস্থ গ্রামবাসী। ডাইরিয়ায় প্রকোপে ত্রাহি ত্রাহি রবে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। এর জেরেই গোটা গ্রামের কমবেশি অসুস্থ। তাঁদের মধ্যে ৩০ জনের বেশি কান্দি মহকুমা হাসপাতালে,বহরমপুর মেডিকেল কলেজ, বীরভূমের, রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। গ্রামবাসীদের দাবি, পানীয় জলের ব্যবস্থায় নেই। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জার্মান প্রকল্প এবং টিউবওয়েলের বেশ কয়েকটি কল থাকলেও সেগুলি অচল। পানীয় জল আনতে হয় দূর থেকে।
অপরিস্রুত জল থেকেই এই রোগ ছড়িয়েছে প্রাথমিক ধারণা গ্রামবাসীদের। সোলার সিস্টেমের জলের ব্যবস্থা থাকলেও প্রায় দিনই খারাপ থাকে। স্থানীয় প্রশাসনকে বারংবার জানানো সত্বেও মেলেনি সুরাহা। চিন্তায় গ্রামবাসীরা।

অধিকাংশ আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এলাকা জুড়ে। তবে বড়ঞা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাবার জল, সেনিটাইস,উয়াএস, দেওয়া হয়।বড়ঞা, বি, এম, ও, এইচ, সৌভিক দাস, পরিবার গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করেন। সৌভিক দাস বলেন আমরা গ্রামবাসীকে সচেতন করছি মাইক প্রচার করে এবং পোস্টার লাগিয়ে। আগে তুলনায় অনেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে। মেডিকেল টিম বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। মূলত পুকুরের জল দূষিত হওয়ার কারণেই ডায়রিয়া সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কুন্ডল গ্রামে আদিবাসী পাড়ায় ৭০ থেকে ৮০ জন পরিবার বসবাস করে।
বেশিরভাগ বাড়িতে শৌচালয় নেই। সরকারি দুটি শৌচালয় আছে। একটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। একটা কোন রকমে চললে কিন্তু জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে। গ্রামবাসীরা বলে শৌচকর্ম করতে গেলে আমাদের মাঠে যেতে হয়।
কল্যাণপুর দুই নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। সাহিদা বিবি মল্লিক বলেন পঞ্চায়েত থেকে আমরা জল এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দেবো। গ্রামবাসী অভিযোগ করেন যে পুকুরে জলটা দূষিত হয়েছে। নয় দিন পেরিয়ে গেলেও সেই পুকুরের জলে পরিষ্কার করা হয়নি। ওই গ্রামের অনেকের সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আজ আরও একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে কান্দি মহাকুমা হাসপাতাল এ ভর্তি করা হয়।

নবগ্রামে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ওয়াকফ বিল বিরোধী সমাবেশ

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সমাবেশে উপচে পড়া ভিড়। অশুভ শক্তির প্রচেষ্টা কে উপেক্ষা করেই নবগ্রামে যুব সমাবেশ জনজোয়ারে পরিণত হয়েছে , ওয়াকফ বিরোধী যুব সমাবেশ থেকে এমনই মন্তব্য করলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন।
জানা যায় জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে ও নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ওয়াকফ বিল বাতিল ও বিরোধীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে যুব সমাবেশে অনুষ্ঠিত হল। শনিবার নবগ্রামের পলসনডা সিধু কানু মুক্তমঞ্চ মাঠে এদিনের সবাই কার্যত উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় যুবদের। নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস ও ব্যান্ড পার্টি করে উৎসাহের সঙ্গে কর্মীদের অংশগ্রহণ নজর কাড়ে সকলের।
এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যুব সভাপতি কামাল হোসেনের অভিযোগ এ সমাবেশ কে ঘিরে কিছু অশুভ শক্তি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করেই যুবদের দ্বিগুণ শক্তিতে সমাবেশ জনজোয়ারে পরিণত হয়েছে এবং আগামী দিনে ব্যক্তি উপেক্ষা করেই যুবরা দলের

পাশে থাকবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এদিনের সভা থেকে সুদীপ রাহা ওয়াকফ বিল সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন।
নবগ্রামের বিধায়ক বলেন যুবরাই শক্তি, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে আছে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদিকা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সুদীপ রাহা,জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন,নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মণ্ডল, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম,যুব নেতা হাবিব সেখ,হেদায়তুল্লাহ, আব্দুল আলিম সহ একগুচ্ছ নেতৃত্ব।

জলঙ্গিতে দীর্ঘ তিরিশ বছর পর ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু প্রধানের উদ্যোগে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাস্তার বেহাল দশা। সেই বিষয়ে একাধিক বার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জানানোর পরেও কোন সমাধান হয়েছিল না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এলাকার মানুষকে কথা দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধান হলে অবশ্যই ওই রাস্তা তৈরি করে দিবেন। সেই মতোই বুধবার সন্ধ্যায় ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করলেন ওই অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। আর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় গ্রামের সকল ধর্মের মানুষ আনন্দে আত্মহারা।এমনকি শংক বাজিয়ে উলু দিয়ে দিয়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে রাস্তার কাজ শুরু করালেন গ্রামের মহিলারা। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের জলঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া গ্রামে।
জলঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান সামিন আহমেদ রেন্টু বলেন দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সমস্যার কথা আমাকে জানিয়ে আসছিল এলাকার মানুষ। অনেক দপ্তরকে জানানোর পরে অবশেষে গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় তিন লক্ষের বেশি টাকা ব্যয়ে ১২৫ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু

করলাম এদিন। সন্ধ্যায় রাস্তা উদ্বোধন নিয়ে প্রধান জানান গ্রামটা পুরো ঘোষেদের বসবাস আর প্রত্যেক বাড়িতেই গবাদি পশু রয়েছে। অর্থাৎ গরু আর দিনের বেলায় এই রাস্তা করলে গরুর পায়ে নষ্ট হয়ে যাবে তাই উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখেই রাত্রিতে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করা হলো।
গ্রামের এক মহিলা জানান আমার বিয়ে হওয়ার পর থেকেই এই রাস্তার বেহাল দশা দেখে আসছি তবে আমাদের প্রধান সাহেব নিজ উদ্যোগে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করলেন আমরা অনেক খুশি এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আরো এক মহিলা জানান রাস্তার সমস্যার জন্য ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া অনেক কষ্ট হচ্ছিল,এবার সেই কষ্টের নিবারণ হবে। তবে এতদিন পরে রাস্তা পেয়ে সত্যিই খুবই ভালো লাগছে।
এ দিনের রাস্তা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামিন আহমেদ রেন্টু, জলঙ্গি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ হালদার,সহ এলাকার জনসাধারণের পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্ব গণ।

এসভিইইপ কর্মসূচি উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: এসভিইইপ কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন ।মঙ্গলবার ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধান দিবস।
এই উপলক্ষে সোমবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক-এর উদ্যগে অভিনব উপায়ে ওই ব্লকের ১৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সংবিধানের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ধুলাসিমলার রণমহল কোরাণীয়া হাইমাদ্রাসা,দ্বিতীয় পালপাড়া গোবিন্দজিউ হাইস্কুল এবং তৃতীয় সমরুক শীতলচন্দ্র ইনস্টিটিউটশন।ওই তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের পুরস্কার তুলে দেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক। এদিনের এই কর্মসূচি-তে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লকের আধিকারিক শেখ আজারউদ্দিন, সেখ নূরুদ্দীন আলম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে পড়ল ইলেকট্রিক খুঁটি

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বুধবার বিকেলে দেগঙ্গা ব্লকের দক্ষিণ কলসুর গ্রামের সরদার পাড়া মোড়ে ম্যাক্স গাড়ির ধাক্কায় ভাঙ্গল একটি ইলেকট্রনিক খুঁটি।ম্যাক্স গাড়িটি কলসুরের দিক দিয়ে বেড়াচাঁপার দিকে যাওয়ার সময় সরদার পাড়া মোড়ের কাছে মুখোমুখি আসা একটি অটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মারে এই ইলেকট্রিক খুঁটিতে।এরফলে ইলেকট্রিক খুঁটিটি ভেঙে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ম্যাক্স গাড়িটি বেশ জোর গতিতে যাচ্ছিল।ইলেকট্রিক খুঁটি ভাঙ্গলেও ম্যাক্স গাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।ড্রাইভার বা গাড়ির অন্যরা সুস্থ আছে। কিছুক্ষণের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়।পরে কেওটশা ইলেকট্রিক অফিস থেকে কর্মীরা এসে ভাঙা খুঁটি সরিয়ে দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে দেয়।রাতেই নতুন খুঁটি বসিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করে দেয়।

খয়রাশোলে জনসমক্ষে তৃণমূলের ঘরোয়া দ্বন্দ্ব

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর মঙ্গলবার তার অফিসকক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলীয় নেতৃত্ব সহ নির্বাহী আধিকারিকের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন খয়রাশোল ব্লকের বিডিও সৌমেন্দু গাঙ্গুলি ধোঁয়াশায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছেন। তিনি আরও বলেন বিডিও খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল গায়েন ও জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষের অঙ্গুলী হেলনে যাবতীয় কাজকর্ম করছেন। এবিষয়ে জেলা শাসককে লিখিত ভাবে জানালেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
পাশাপাশি রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহাকে ও একহাত নিয়ে বলেন তার এলাকায় নিজস্ব কোনো সংগঠন নেই। খয়রাসোলে মধু আছে তাই সবাই এখানে পড়ে থাকে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খয়রাসোল ব্লক এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় আতঙ্ক। তাহলে আবার কি খয়রাসোলে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিচ্ছে? শুরু হয়েছে গুঞ্জন। খয়রাসোল কি এখনো খয়রাসোলে আছে? উঠেছে প্রশ্ন। এনিয়ে শ্যামল কুমার গায়েন বলেন মিডিয়ার সামনে বলেছেন এটা দুর্ভাগ্যজনক, আভ্যন্তরীণ বিষয় কিছু থাকলে দলের মধ্যে আলোচনা করা দরকার ছিল। পাশাপাশি বিডিও র কাজের প্রশংসা করে বলেন উনি পিছিয়ে পড়া ব্লক থেকে উন্নয়নের মাধ্যমে সাজিয়ে তুলেছেন। সভাপতির এধরনের আচরণের জন্য উর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানো হবে।এদিকে সভাপতি অসীমা ধীবরের দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন করার ২৪ ঘন্টা পার না হতেই সভাপতির বিরুদ্ধে কেন্দ্র গড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত সমিতি সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। কেন্দ্র গড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বায়ক কৈলাস বাউরি এক সাক্ষাৎকারে সভাপতি কে পাল্টিবাজ বলে অভিহিত করেছেন।

স্কুল প্রাঙ্গণে বইমেলা ও বিজ্ঞান মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: তেলিয়া ইকরা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো ফ্রি বই ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আমডাঙ্গা রানাহা সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক আবু সিদ্দিক খাঁন, গোসাইপুর এমএসকে মাদ্রাসার শিক্ষক আমিরুল ইসলাম পঞ্চায়েত সদস্য নূর হোসেন রিন্টু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব বাকিবিল্লাহ গোবর্ধনপুর হেলথ সেন্টারের আশা কর্মীরা এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অ্যাকাডেমির মুখ্য পরিচালক মিনাউল ইসলাম, প্রধান শিক্ষিকা নাইমাতুন ইরিনা পরিচলন সমিতির সভাপতি ইউনুস আলী মল্লিক সদস্য আবদুল জব্বার হাফেজ মিরান হোসেন আরমান মল্লিক জাহিদুল ইসলাম রমজান নুরউদ্দিন

মোল্লা হাফেজ সুরাবউদ্দিন মল্লিক সহ বিশিষ্ট জনেরা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুলটি প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত হওয়ায় এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রথম হওয়ায় মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শনী করে দেখায়। বিভিন্ন হাতের কাজের মডেল তারা প্রদর্শন করে। ছাত্রদের দ্বারা তৈরি ফুড কোর্টে বিভিন্ন রকমের রকমারি খাবার বিভিন্ন মানুষজনের মধ্যে বিতরণ এবং বিক্রি করে এলাকার পাঁচ শতাধিক ছাত্রীদের হাতে একটি করে ফ্রি বই উপহার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম নজর

অর্ধ শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক তুষারঝড়ে ঢেকে গেছে সিউল

আপনজন ডেস্ক: অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে নভেম্বরের সবচেয়ে মারাত্মক তুষারঝড়ে ঢেকে গেছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল। বুধবার (২৭ নভেম্বর) এমন তুষারপাতের ফলে শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনার বিচ্ছিন্ন খবর পাওয়া গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, সিউলের উত্তরাঞ্চল ও আশপাশের এলাকায় ২০ সেন্টিমিটার (৭.৮ ইঞ্চি) তুষারপাত হয়েছে।
সংস্থাটি বলছে, গত ৫২ বছরের মধ্যে সিউলে এটাই সবচেয়ে ভারী তুষারঝড়। ১৯৭২ সালের ২৮ নভেম্বর একটি ঝড়ে রাজধানীতে ১২ সেন্টিমিটার তুষারপাত হয়েছিল।
দেশটির বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপ জানিয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় হংচিয়ন শহরে পৃথক পাঁচটি গাড়ি দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন।
রাজধানী ছাড়াও তুষার ছড়াটি দেশের বেশিরভাগ অংশকে ঢেকে ফেলেছে। দেশের মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ১০ থেকে ২৩ সেন্টিমিটার (৩.৯ থেকে ৯ ইঞ্চি) তুষারপাত হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ বলছে, দেশব্যাপী বিমানবন্দরগুলোতে কমপক্ষে ২২০টি ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ প্রায় ৯০টি ফেরিকে বন্দর না ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। শত শত কর্মী সংশ্লিষ্ট বিপদ মোকাবেলায় মাঠে আছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ৯৫ বছর বয়সিবৃদ্ধাকে হত্যার দায়ে পুলিশ কর্মকর্তা দোষী

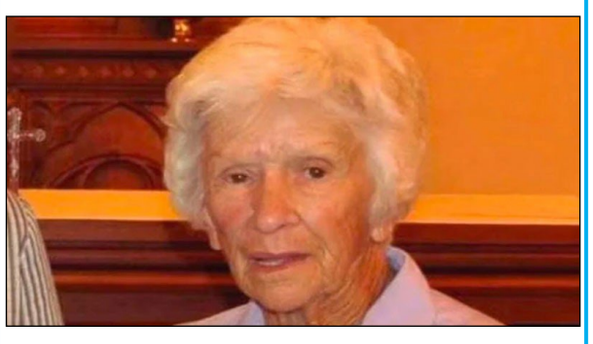

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের এক পুলিশ কর্মকর্তা একটি বৃদ্ধাশ্রমে ৯৫ বছর বয়সী ক্লেয়ার নওল্যান্ডকে টেজার ব্যবহার করে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।২০২৩ সালের মে মাসে,ক্লেয়ার যখন একাই একটি ছোট রান্নার ছুরি নিয়ে হাঁটছিলেন,তখন পুলিশের ৩৪ বছর বয়সী কর্মকর্তা ক্রিস্টিয়ান হোয়াইট তাকে টেজার করেন।পরে সেই আঘাতে ক্লেয়ার মারা যান,যার ফলে এই ঘটনা ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে।
২০২৩ সালের ১৭ মে ভোরে,ক্লেয়ার নওল্যান্ডকে কুমা শহরের ইয়ালাম্বি লজে ছুরি নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।পুলিশ কর্মকর্তারা এসে তাকে বারবার ছুরি ফেলার অনুরোধ করেন, কিন্তু ক্লেয়ার তা শোনেননি।সে সময়,হোয়াইট তার টেজার ব্যবহার করেন, যদিও ক্লেয়ার তখন মাত্র ১.৫ থেকে ২ মিটার দূরে ছিলেন।এতে ক্লেয়ার মাটিতে পড়ে মাথায় আঘাত পান, এবং এক সপ্তাহ পর মারা যান।তার মৃত্যুর পর, হোয়াইট দাবি করেন যে তিনি শারীরিক বিপদ বুঝে টেজার ব্যবহার করেছিলেন,কিন্তু আদালতে প্রমাণিত হয় যে ক্লেয়ার কারও জন্য হুমকি ছিলেন না এবং তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলেন। আদালত তার রায়ের মাধ্যমে জানান যে, হোয়াইট দায়িত্বের প্রতি অবহেলা এবং তার আচরণ ছিল অপরাধমূলক।তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করেছিল যে হোয়াইটের তাড়াহুড়ো এবং ধৈর্যহীনতার কারণে একজন অসহায় বৃদ্ধার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়েছিল।পরিবারের সদস্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে পুলিশের আচরণের প্রতি এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে,যেখানে প্রশ্ন উঠছে অক্ষম বা বৃদ্ধদের প্রতি পুলিশি সহিংসতার ব্যবহার কতটা সঠিক।

লেবাননে যুদ্ধবিরতি শুরু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টা থেকে এই যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। ১৪ মাস ধরে চলা লেবাননের এই সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
মঙ্গলবার ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় এই চুক্তি সম্ভব হয়েছে। হোয়াইট হাউসে বক্তব্য দেয়ার সময় বাইডেন বলেন, ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা ১০-১ ভোটে এই চুক্তি অনুমোদন করেছে। তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং লেবাননের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতির সঙ্গে কথা বলেছেন।
সংঘর্ষ স্থানীয় সময় ভোর ৪টা (বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা) শেষ হবে বলে জানান তিনি।
তিনি বলেন, এই চুক্তি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য তৈরি করা হয়েছে। হিজবুল্লাহ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠন ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে আর হুমকির মুখে ফেলতে পারবে না। উভয় পক্ষের বেসামরিক জনগণ শিগগিরই নিরাপদে তাদের নিজ নিজ কমিউনিটিতে ফিরে যেতে পারবে। প্রাথমিক অবস্থায় এ চুক্তির মেয়াদ থাকবে ৬০ দিন। পরবর্তীতে এটি আবারও বৃদ্ধি করা হবে। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটতে যাচ্ছে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সংঘাতে হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন।
গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার অজুহাতে গাজায় বড় ধরনের সামরিক আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল। একই সময়ে লেবাননের হিজবুল্লাহর সঙ্গেও সংঘাত শুরু হয় তাদের। প্রথমে থেকে থেকে সংঘর্ষ হলেও চলতি বছরের অক্টোবরে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধ নতুন রূপ নেয়।

হঠাৎ কেন বিক্ষোভ প্রত্যাহার করল পিটিআই

আপনজন ডেস্ক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) বহুল আলোচিত বিক্ষোভ স্থগিত করা হয়েছে। ইসলামাবাদে তিন দিন আগে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ বুধবার (২৭ নভেম্বর) দলের নেতারা স্থগিত করেন।
জানা গেছে, ইসলামাবাদের ডি-চক এলাকায় ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের বিক্ষোভ মিছিলের শান্তিপূর্ণ সমাধান হচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টা তা ব্যর্থ হয়েছে। শারীরিক ও প্রযুক্তিগত বাধা এবং পিটিআই নেতা বুশরা বিবির অনমনীয় আচরণে সংকট আরো জটিল আকার ধারণ করে।
বুধবার সকালে পিটিআই তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে একটি বিবৃতিতে কারণ উল্লেখ করে দলটি বলেছে, সরকারের নৃশংসতা এবং নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালিয়ে ইসলামাবাদকে একটি কসাইখানায় পরিণত করার পরিকল্পনার কারণে– আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করেছি।
দলটি আরো জানিয়েছে, কারাগারে বন্দি প্রধান নেতা ইমরান খানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার মধ্যরাতে ইসলবাদের ডি-চকে ইমরান খানের কর্মী সমর্থকদের লক্ষ্য করে বিপুল কাঁদানে গ্যাস ছোড়া শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গ্যাসের তীব্রতার কারণে ওই সময় সেখান থেকে বিক্ষোভকারীরা সরে যেতে বাধ্য হন।
পিটিআই দাবি করেছে, রাতের বেলা ডি-চকে অভিযানের নামে সন্ত্রাসী হামলা ও নৃশংসতা চালিয়েছে সরকার।

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন দুই পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক

আপনজন ডেস্ক: সউদী আরবের দুই পবিত্র মসজিদের অভিভাবক(তত্ত্বাবধায়ক)কিং সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদ,আগামী বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সউদী আরবজুড়ে ইস্তিসকা (বৃষ্টি জন্য প্রার্থনা) নামাজ আদায় করার আহ্বান জানিয়েছেন।এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা বিশেষত খরা বা বৃষ্টির অভাবে করা হয়। কিং সালমানের এই সিদ্ধান্তটি সারা দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কার্যাবলী।ইস্তিসকা নামাজ সাধারণত বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়।এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো আসমান থেকে বর্ষণের জন্য

আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি চাওয়া,বিশেষ করে যখন দেশ খরা বা পানির সংকটে পড়ে। রাজকীয় আদালত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "কিং সালমান বিন আবদুলআজিজ আল সউদ আগামী বৃহস্পতিবার সউদী আরবে ইস্তিসকা নামাজ আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন।" এই প্রার্থনা নামাজ সৌদি আরবের প্রতিটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে,যা দেশের জনগণের একত্রিত হয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতির অংশ।
উল্লেখ্য, এই আহ্বানটি কেবল একটি ধর্মীয় প্রচেষ্টা নয়,বরং এটি সউদী আরবের জনগণের একতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা পুনঃপ্রকাশের সুযোগ।

ইসলামাবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে পিছু হটল পিটিআই

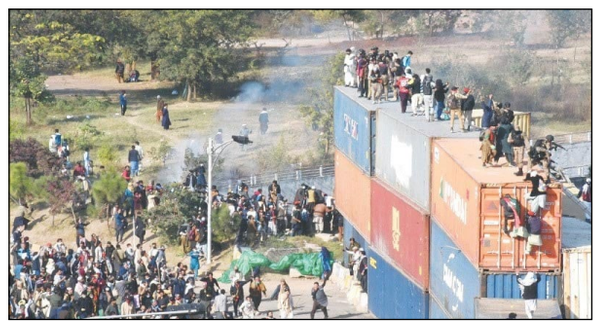

আপনজন ডেস্ক: ব্যাপক ধরপাকড় ও আটকের জেরে রাজধানী ইসলামাবাদে গত প্রায় তিন দিন ধরে চলা ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছে পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফ (পিটিআই)। জানা গেছে, সরকারের বাধায় দলটির এই যাত্রায় ধীর গতি আসে। সবশেষ ইমরান সমর্থকরা ২৬ নভেম্বর রাতে গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হলেও সরকারের অনড় অবস্থানের কারণে পিছু হাঁটতে হলো। বুধবার (২৭ নভেম্বর) পিটিআইয়ের মিডিয়া সেল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সরকারের নৃশংস পদক্ষেপের কারণে শান্তিপূর্ণ সামবেশ আপাতত স্থগিত করা হলো। ইমরান খানের পরবর্তী দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ভবিষৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে বলেও জানিয়েছে সাবেক ক্ষমতাসীন দলটি। এর আগে, পিটিআইয়ের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এতে ইসলামাবাদের আশপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। পিটিআই সমর্থকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উভয় পক্ষকে সংযম দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তান সরকারের প্রতি মানবাধিকার রক্ষার পাশাপাশি সংবিধান মেনে চলারও তাগিদ দিয়েছে ওয়াশিংটন।
সোমবার (২৫ নভেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানাই এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য

ইউরোপের মধ্যে যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ ভয়াবহ

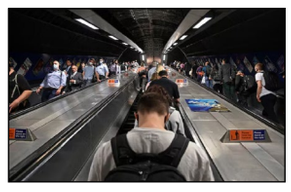

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কঠোর সময়সীমা এবং সীমিত কাজের স্বাধীনতা ব্রিটেনের কর্মীদের মধ্যে ভয়াবহ মানসিক চাপ তৈরি করছে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে তাই কর্মক্ষেত্রের র‍্যাংকিংয়ে যুক্তরাজ্য সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে।
একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতো কঠোর নীতির পরও যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতায় তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।
প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে কমিশন ফর হেলদিয়ার ওয়ার্কিং লাইভস এর জন্য, যা ব্রিটেনের হেলথ ফাউন্ডেশন থিংক ট্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা।
এতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বও রয়েছে, যা নতুন কর্মসংস্থান আইনের আওতায় কাজের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের কর্মীরা বেশি চাপের মুখোমুখি। তিন-পঞ্চমাংশ কর্মী কঠোর সময়সীমায় কাজ করেন এবং দুই-পঞ্চমাংশ দ্রুতগতিতে কাজ করতে বাধ্য হন। তবে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কর্মী তাদের কাজের গতি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা পান।
প্রতিবেদনের এক লেখক ও ইনস্টিটিউট ফর এমপ্লয়মেন্ট স্টাডিজের প্রধান গবেষণা ফেলো জনি গিফোর্ড বলেন, বর্তমানে যেসব সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কাজের তীব্র চাপ এবং কাজের স্বাধীনতার অভাব। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, নির্মাণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, খুচরা এবং সেবাখাতে কাজের পরিবেশ সবচেয়ে খারাপ। নার্স এবং শিক্ষকদের অনেক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। এছাড়া প্রতিবেদনটি আরও জানিয়েছে, গত ২৫ বছরে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নতুন শ্রম আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি সতর্ক করে বলেছে, কঠোর নিয়ম-নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর বৃদ্ধি এবং সর্বনিম্ন মজুরি বৃদ্ধির ফলে কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে এবং অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। ২০২১ সালের ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় সব সূচকে যুক্তরাজ্যের কর্মীরা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ জান্তাপ্রধানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) মিয়ানমারের জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আইসিসির প্রধান কেঁসুলি করিম খান এই আবেদন করেছেন। বুধবার আইসিসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের সহিংসতার সময় এবং তার পরবর্তী সময়ে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত অপরাধগুলোর তদন্ত করা হয়েছে। একটি বিস্তৃত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের পর কার্যালয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বর্তমানে মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ও মিয়ানমার প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান মিন অং হ্লাইং যিনি রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বিশেষ করে নির্বাসন এবং নিপীড়নের মতো অপরাধমূলক দায় বহন করেন। এসব অপরাধ মিয়ানমার ও আংশিকভাবে বাংলাদেশেও সংঘটিত হয়েছে। করিম খানের উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমার কার্যালয় দেখতে পেয়েছে যে, এই অপরাধগুলো ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মিয়ানমারের সশস্ত্রবাহিনী তাতমাদাও, জাতীয় পুলিশ, সীমান্তরক্ষী পুলিশ এবং কিছু অরোহিঙ্গা বেসামরিক নাগরিকের সহায়তায় সংঘটিত হয়েছে।' মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদনের বিষয়ে করিম খান বলেছেন, এটি মিয়ানমার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন। শিগগির আরও আবেদন করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেছেন, এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকদের জন্য এটি নির্ধারণের সময় এসেছে যে, এই আবেদনটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করে কিনা। যদি আইসিসির স্বাধীন বিচারকরা পরোয়ানাটি জারি করেন, তবে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সব প্রচেষ্টা আদালতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করব। আমরা এই মনোযোগ আগামী সপ্তাহ এবং মাসগুলোতে অব্যাহত রাখব। কারণ আমরা এই পরিস্থিতিতে আরও আবেদন জমা দেব।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৩ম.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

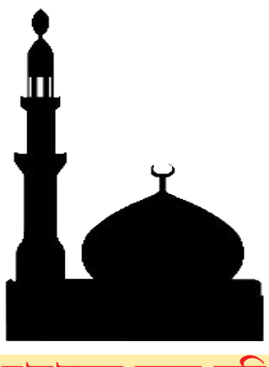

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৩	৫.৫৯
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

জাপানে ৬.৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

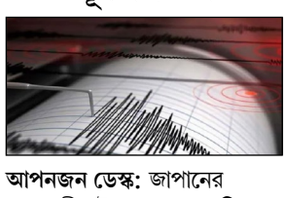

আপনজন ডেস্ক: জাপানের মধ্যাঞ্চলীয় উপকূলে ৬ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) রাতে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। তবে ওই ভূমিকম্প থেকে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া ভূমিকম্পের পর কোনো সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি স্থানীয় সময় রাত ১০টা ৪৭ মিনিটে নোটো উপদ্বীপ থেকে ৭ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হেনেছে। জাপানের ক্যাবিনেট অফিস সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জানিয়েছে, এই ভূমিকম্প জাপানের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বি-৫২ বোমারু বিমানের পথ আটকাল রাশিয়ার যুদ্ধবিমান

আপনজন ডেস্ক: বাল্টিক সাগর-সংলগ্ন রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের কাছাকাছি যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বি-৫২ বোমারু বিমান রাশিয়ার সু-২৭ যুদ্ধবিমানের বাধার মুখে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্র ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি সামরিক মহড়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বোমারু বিমানগুলো ফিনল্যান্ডের আকাশসীমায় যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। ফিনল্যান্ড সম্প্রতি পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য হয়েছে। দেশটির সীমান্ত রাশিয়ার সঙ্গে প্রায় ১,৩৪০ কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত। মহড়ার সময় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান যুক্তরাষ্ট্রের বিমানগুলোর গতিরোধ করে।
সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা আরো বেড়েছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরবরাহ করা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইউক্রেন রাশিয়ার ভেতরে হামলা চালায়। এর পাল্টা জবাবে মস্কো ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে মধ্যপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এই প্রেক্ষাপটে সোমবারের ঘটনা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তার মতে, রাশিয়ার বাধার ধরন পেশাদার এবং নিরাপদ ছিল। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু বিমানগুলো পূর্বপরিকল্পিত পথে থেকে তাদের মহড়া চালিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জরুরি নির্দেশনা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী জানুয়ারি মাসে ক্ষমতা গ্রহণের আগেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও কর্মীদেরকে নিজ নিজ ক্যাম্পাসে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সম্প্রতি ইমেল বার্তার মাধ্যমে তাদেরকে বিষয়টি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়লাভের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের মধ্যে এমনিতেই দিন দিন উদ্বেগ বাড়ছে। এর মধ্যে আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হঠাৎ এমন সতর্কবার্তায় অনেকে রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো ডেনভারের অধ্যাপক ক্লোই ইস্ট বলেন, বিদেশি সব শিক্ষার্থীরা এখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। রিপাবলিকান পার্টির নেতা ট্রাম্প এবার ক্ষমতায় বসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ কাজে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই অভিযানের ফলে যারা বেকায়দায় পড়তে পারেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

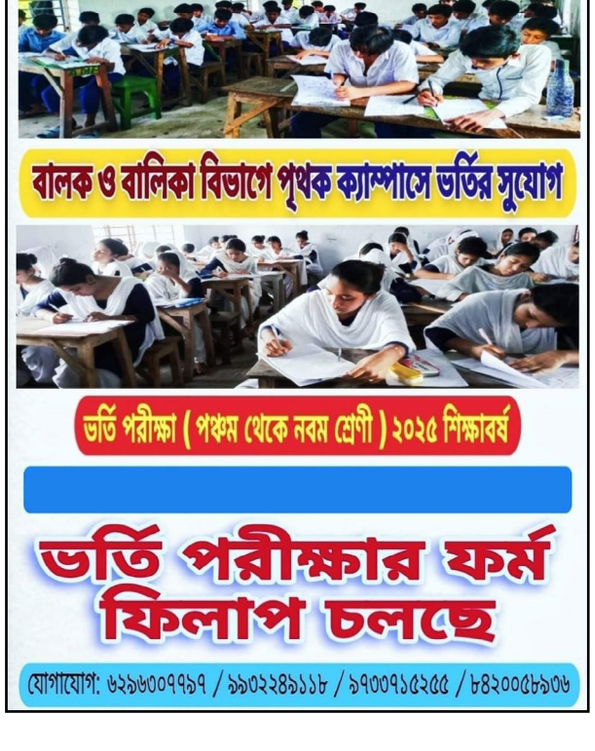

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩২১ সংখ্যা, ১৩ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আসলে কী? এই ব্যাপারে সবচাইতে প্রচলিত সংজ্ঞা বলিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলিয়াছেন, ডেমোক্রেসি ইজ এ গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। এই ধরনের কথা ১৩৮৪ সালে জন উইক্লিফ বলিয়াছিলেন বাইবেল প্রসঙ্গে। সেইখানে তিনি বলিয়াছিলেন, দিজ বাইবেল ইজ ফর দ্য গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল।

গণতন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ সুম্পিটার ১৯৪৬ সালে তাহার 'ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেইখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল–সর্বজনীন ভোটাধিকার। ইহার পরে রহিয়াছে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন। এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও দেখি ভোট লইয়া নানান ধরনের মেকানিজম করা হয়, মিথ্যাচার করা হয়। মিথ্যায় মিথ্যায় সয়লাব করা হয় জনগণের মনোজগত্। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইয়া আসেন, তাহাদের কার্যক্রম অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে; কিন্তু তাহা কতখানি ব্যত্যয় হইতেছে–ইহার দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

সার্বিকভাবে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতির কারণে মানুষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচনের মধ্য দিয়াই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়; কিন্তু বাস্তবতা হইল–পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মাটির যেমন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সকল মাটিতে সকল বৃক্ষ জন্মায় না। মেরু ভল্লুক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাঁচিবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কোনো প্রাণীই মেরু অঞ্চলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হিতকারী শাসনতন্ত্র। তবে এই হিতকারী বৃক্ষটি ভিনদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। সুতরাং উহার ফলন সকল মাটিতে ভালো নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরগাছা বা আগাছাও রহিয়াছে। সেই সকল পরগাছা নির্মূলে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে উহার চেষ্টা থাকিলেও তৃতীয় বিশ্বে খামতি রহিয়াছে। ইহা রাতারাতি দূর হইবারও নহে। তাহা ছাড়া বিরোধিতাই যে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, স্বার্থে-স্বার্থে যে সংঘাত, রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে তাহার মোকাবিলাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এইভাবেই গণতন্ত্র সকল গোষ্ঠী, মতকে স্থান দিতে পারে। গণতন্ত্র মানে যে শুধু ক্ষমতা নহে, তাহা উপলব্ধি করাটাও গণতন্ত্রের জন্য জরুরি বটে। এই জন্য আধুনিক সময়ে অনেক বিজ্ঞজনের মতে, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে। ইহার সহিত সেইখানে বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টি থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য–তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না।

আরেকটি বড় বিষয় হইল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধি তথা সরকার নির্বাচন করে, তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ জনগণ বুঝিতেই পারেন না, কী অপার ক্ষমতার অধিকারী তাহারা। কে তাহাদের শাসন করিবে, তাহা নির্ধারণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু এই গুরুভার তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকে গুরুত্বই দেন না তাহার ভোটাধিকারটি। তাহার ভোট কতখানি মূল্যবান–তাহা বুঝিতে পারেন না বিধায় অনেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হইয়া যান। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জনগণকেও উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের ভোটের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হইবে।

আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যে প্রভাব ফেলতে পারে

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় উদযাপন করে বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ও অবকাঠামোগত প্রকল্পে ১০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৬২ বছর বয়সী এই ভারতীয় ধনকুবেরের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় উদযাপন করে বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ও অবকাঠামোগত প্রকল্পে ১০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৬২ বছর বয়সী এই ভারতীয় ধনকুবেরের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে।

এই অভিযোগের প্রভাব পড়তে পারে তার ১৬ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যে (যার মধ্যে বন্দর পরিচালনা এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন রয়েছে)। শুধু তাই নয়, মি. আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সম্ভাব্য প্রভাব কিন্তু পড়তে পারে দেশে-বিদেশে বিস্তৃত তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপরেও।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার ব্যবসায়িক প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার সময় মি. আদানি এই তথ্য গোপন করেছিলেন যে ওই বরাদ্দ তিনি পেয়েছেন ২৫ কোটি ডলার ঘুস দিয়ে।

ফেডারেল প্রসিকিউটরদের আরও অভিযোগ, ২০ বছর ধরে ২০০ কোটি ডলারের মুনাফাযুক্ত চুক্তি পেতে মি. আদানি ও তার গোষ্ঠীর কর্মকর্তারা ভারতীয় কর্মকর্তাদের ঘুস দিয়েছেন। জানিয়েছে আদানি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে একে 'ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কিন্তু এই পুরো বিষয়টা ইতোমধ্যে আদানি গোষ্ঠীর পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বৃহস্পতিবার ৩,৪০০ কোটি ডলার বাজার মূল্য খুইয়েছে আদানি গোষ্ঠীর অধীনস্থ সংস্থাগুলো। এর ফলে তার ১০টা সংস্থার কম্বাইন্ড ক্যাপিটাল ক্যাপিটালাইজেশন বা সম্মিলিত বাজার মূলধন ১,৪৭০০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সংস্থা 'আদানি গ্রিন এনার্জি'র তরফে জানানো হয়েছে তারা ৬০ কোটি ডলারের বন্ড অফার নিয়ে আর এগোবে না।

এদিকে, মি. আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রভাব ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতিতে কতটা পড়তে পারে সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ভারতের শীর্ষস্থানীয় অবকাঠামো ব্যবসায়ী গৌতম আদানির সঙ্গে এই দেশের অর্থনীতির গভীর যোগ রয়েছে। তিনি ১৩টা বন্দর (৩০% বাজার শেয়ার), সাতটা বিমানবন্দর (যাত্রী ট্র্যাফিকের ২৩%) পরিচালনা করেন। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিমেন্টের ব্যবসা (বাজারের ২০%) তার।

ছ'টা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনাকারী আদানি গ্রুপ, ভারতের এনার্জি সেক্টরের বৃহত্তম বেসরকারি খেলোয়াড়। একইসঙ্গে, তিনি গ্রিন হাইড্রোজেনের খাতে ৫০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৪০০০ কিলোমিটার (৪,৯৭০ মাইল) দীর্ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনও পরিচালনা করে আদানি গোষ্ঠী।

তিনি ভারতের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করছেন। ভারতের বৃহত্তম বস্তির পুনর্নির্মাণও করছে তার গোষ্ঠী। গৌতম আদানির অধীনস্থ সংস্থাগুলো ৪৫ হাজারের বেশি লোককে নিয়োগ করলেও তার ব্যবসা কিন্তু দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে।

তার বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার তালিকায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় কয়লা খনি পরিচালনা, কেনিয়া ও মরক্কোর বিমানবন্দর পরিচালনা ও জ্বালানি প্রকল্প। তানজানিয়া এবং কেনিয়া জুড়ে একশো কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের অবকাঠামোগত প্রকল্পের উপরেও আদানি গোষ্ঠীর নজর রয়েছে।

মি. আদানির বিস্তৃত পোর্টফোলিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতিগত অগ্রাধিকারগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সাম্প্রতিক সময়ে নবায়নযোগ্য শক্তির উপর মনোনিবেশ।

প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী এবং গৌতম আদানি দু'জনেই কিন্তু গুজরাটের। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকার সময় থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মি. আদানির সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে সমালোচকরা আদানি গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যকে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' (এমন এক ধরনের অর্থনীতি যেখানে রাজনৈতিক যোগাযোগের কারণে কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী অনুগ্রহ লাভ করে বা বিশেষ সুবিধা পায়) হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু এই সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও গৌতম আদানি উন্নতি করেছেন। একইসঙ্গে যে কোনও সফল ব্যবসায়ীর মতো, মি. আদানি অনেক বিরোধী নেতার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন এবং তাদের রাজ্যে বিনিয়োগও করেছেন।

এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিয়ে ব্যাপকভাবে লেখালিখি করেছেন ভারতীয় সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা। তিনি বলেন, "এটা (ঘুসের অভিযোগটা) অনেক বড় (আকারের অভিযোগ)। আদানি এবং মোদী দীর্ঘদিন ধরেই অবিচ্ছেদ্য। এটা ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে চলেছে।"

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ২০২৩ সালে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে স্টক ম্যানিপুলেশন এবং জালিয়াতির অভিযোগ তোলার পর মি. আদানি নিজের ভাবমূর্তি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টায় প্রায় দুই বছর ব্যয় করেছেন।

যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা ওই অভিযোগ মি. আদানি অস্বীকার করেছেন। তবে সেই অভিযোগের কারণে মার্কেট সেল-অফ (মার্কেট সেল-অফ হলো বৃহৎ পরিমাণ সিকিউরিটিজের দ্রুত বিক্রয়, যার ফলে তার দাম কমে যায়) হয়েছে এবং সে বিষয়ে ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) তদন্তও করছে।

আমেরিকান থিংক-ট্যাঙ্ক উইলসন সেন্টারের মাইকেল কুগেলম্যান বিবিসিকে বলেন, "মি. আদানি তার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। দেখাতে চাইছেন যে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের তার বিরুদ্ধে তোলা আগের জালিয়াতির অভিযোগুলো সত্যি ছিল না। তার সংস্থা এবং তাদের সমস্ত ব্যবসা আসলে বেশ ভালোভাবেই চলছিল।"

"গত একবছর বা তার বেশি সময়ে বেশ কয়েকটা নতুন চুক্তি এবং বিনিয়োগ হয়েছে। তাই এই বিলিয়নিয়ারের কাছে যিনি তার বিরুদ্ধে ওঠা আগের অভিযোগের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি ঝেড়ে ফেলতে খুবই ভালোভাবে কাজ করেছেন এটা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগ) একটা আঘাত মাত্র।"

আপাতত, দেশে মূলধন সংগ্রহ করার বিষয়টা গৌতম আদানির নগদ-সাশ্রয়ী প্রকল্পগুলোর জন্য 'চ্যালেঞ্জিং' বলে প্রমাণিত হতে পারে।

বাজার বিশ্লেষক অম্বরীশ বালিগা বিবিসিকে বলেন, "এটা যে কতটা গুরুতর তা বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা যায়। এরপরেও বড় প্রকল্পগুলোর জন্য তহবিল সুরক্ষিত করতে সক্ষম হবে আদানি গোষ্ঠী, তবে একটু বিলম্ব হতে পারে।" তবে সাম্প্রতিক অভিযোগগুলো মি. আদানির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় একটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

কেনিয়া ও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অধিগ্রহণ এবং একটা বিতর্কিত জ্বালানি চুক্তিকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন তিনি। সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির লি কং চিয়ান প্রফেসর নির্মাল্য কুমার বিবিসিকে বলেছেন, "এটা (ঘুসের অভিযোগ) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তার বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বন্ধ করবে।" এখন প্রশ্ন উঠছে, এর প্রভাব আর কী পড়তে পারে, বিশেষত রাজনৈতিক দিক থেকে। বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী গৌতম আদানিকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন এবং এই ইস্যু নিয়ে সংসদ তোলপাড় করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এটা অবশ্য তার কাছ থেকে খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়।

অধ্যাপক কুমারের মতে, "ভারতে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুস দেওয়া কোনও নতুন খবর নয়, কিন্তু যে পরিমাণ অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা বিস্ময়কর। আমার সন্দেহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন কয়েকজনের নাম রয়েছে যারা (ঘুসের) প্রাপক ছিল।

ভারতের রাজনীতির ময়দানে এটা (ঘুস দেওয়ার অভিযোগ বিষয়ক পুরো মামলা) প্রতিধ্বনিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন আরও অনেক কিছু আসতে চলেছে।"

এই বিষয়টা সহজেই অনুমান করা যায় যে মি. আদানির গোষ্ঠী শীর্ষ স্তরের আইনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করবে।

মি. কুগেলম্যান বলেন, "আপাতত আমাদের কাছে শুধু অভিযোগ রয়েছে, এখনও অনেক কিছুই উন্মোচিত হওয়া বাকি রয়েছে।"

মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন এর ফলে মার্কিন-ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক তদন্তের মুখে পড়তে পারে। তবে তার কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য কম। বিশেষত শ্রীলঙ্কায় একটা বন্দর প্রকল্পের জন্য গৌতম আদানির সঙ্গে সাম্প্রতিক ৫০ কোটি ডলারের মার্কিন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলো বলেছেন মি. কুগেলম্যান। গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও কিন্তু বৃহত্তর দিক থেকে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য এখনও সম্পর্ক দৃঢ়।

কুগেলম্যানের কথায়, "ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক কিন্তু বৃহৎ এবং বহুমুখী। ভারতীয় অর্থনীতির একজন বড় প্লেয়ার হিসাবে বিবেচিত হন এমন কারও বিরুদ্ধে এই জাতীয় গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, আমি মনে করি না যে এই বিষয়টাকে (ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রভাব) অতিরঞ্জিত করা উচিত।"

এছাড়াও, মার্কিন-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকা সত্ত্বেও গৌতম আদানিকে নিশানা করা যাবে কি না তা স্পষ্ট নয়। কারণ এটা নির্ভর করবে নতুন প্রশাসন এই মামলাগুলো চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় কি না তার উপর।

মি. বালিগা বিশ্বাস করেন যে এটা আদানি গোষ্ঠীর জন্য চরম বিপর্যয়ের বা হতাশার বিষয় নয়।

"আমি এখনও মনে করি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এবং ব্যাংকগুলো তাদের (আদানি গোষ্ঠীকে) সমর্থন করবে যেমনটা হিন্ডেনবার্গের রিসার্চ প্রকাশের পর করেছিল। এর কারণ হলো তারা (আদানি গোষ্ঠী) বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতীয় অর্থনীতির দিক থেকে যে সেক্টর বেশ ভালো করছে তার অংশ।"

মি. বালিগার কথায়, "বাজারের যে ধারণা রয়েছে তা হলো (ডোনাল্ড) ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পরে এটা (অভিযোগ) সম্ভবত আর থাকবে না এবং বিষয়টার সমাধান হয়ে যাবে।"

সৌ: বিবিসি

এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা 'আত্মহত্যা' করেছেন

জেমস কে গ্যালব্রেইথ

এখন পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় ৭ কোটি ৫১ লাখ ভোট পেয়েছেন। ২০২০ সালে তিনি পেয়েছিলেন ৭ কোটি ৪২ লাখ ভোট। তার মানে, এবারের নির্বাচনে তিনি ২০২০ সালের তুলনায় সামান্য বেশি ভোট পেয়েছেন।

অন্যদিকে, কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ৭ কোটি ১৮ লাখ ভোট। এই ভোট জো বাইডেনের ২০২০ সালে পাওয়া ৮ কোটি ১২ লাখ ভোট থেকে বেশ কম। এবারের নির্বাচনে ৪০ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। তারপরও ডেমোক্র্যাটরা আগেরবারের চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। সেদিক থেকে তাঁদের জন্য এটি একটি বড় পতন। ট্রাম্প তাঁর চার বছরের 'পরিত্রাণের প্রচারণা'য় প্রায় কোনো নতুন সমর্থনই অর্জন করতে পারেননি। আগেরবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা যত ছিল, এবার যদি সেই সংখ্যা একই থাকত তাহলে বলা যেত, ট্রাম্প শুধু তাঁর ২০২০ সালের সমর্থকদের আবার ভোট দিতে রাজি করিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গত চার বছরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ আমেরিকান (যাঁদের বেশির ভাগ ভোট দেওয়ার যোগ্য ছিলেন) মারা গেছেন এবং এই সময়কালে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ নতুন ভোটার যোগ হয়েছে। এর মানে হলো, ট্রাম্প তাঁর একজন হারানো সমর্থকের জায়গায় একজন নতুন সমর্থক প্রতিস্থাপন করতে পেরেছেন। অন্যদিকে, গতবারের তুলনায় এবার ভোটদানের হার কমে যাওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা প্রায় এক কোটি ভোট হারিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, ডেমোক্রেটিক দল ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত রাখার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রাম্প তাঁর সমর্থন ধরে রাখতে সফল হয়েছেন। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করেছে, শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিজ্ঞাপন বা ভোটারদের সমর্থন টানা প্রচারণার ওপর নির্ভর করে নির্বাচনের ফল ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই নির্বাচনে বিজ্ঞাপন, সভা-সমাবেশ এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রচারণা মূলত গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান ভোটার অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্য বা সুইং স্টেটগুলোতে কেন্দ্রীভূত ছিল। দেখা গেছে, সেসব অঙ্গরাজ্যের ফলাফল পুরো দেশের সঙ্গে মিলে গেছে। এমনকি যেসব স্থানে ফলাফল আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল, সেই ম্যাসাচুসেটস বা টেক্সাসের মতো অঙ্গরাজ্যগুলোতেও একই ব্যাপার দেখা গেছে।

ট্রাম্পের সমর্থনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়ায়।

এটি প্রমাণ করে, ডেমোক্র্যাটরা এসব অঙ্গরাজ্যে তাঁদের প্রচারণায় যে ১০০ কোটি ডলার খরচ করেছেন, তা পানিতে গেছে। চার বছর আগে, জো বাইডেন ঘরে বসেই এসব জায়গায় এর চেয়ে ভালো ফল করেছিলেন।

এবারের ফল 'আমেরিকান ভোটার'ভিত্তিক বিশ্লেষণকেও দুর্বল করে দিয়েছে। বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, অর্থনীতি, অভিবাসন বা গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে ক্ষোভ (এসব ইস্যু এ বছর ডেমোক্র্যাটদের ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান আশা ছিল) নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এসব ইস্যু এবারের নির্বাচনের ফলে আগের বছরের তুলনায় বেশি বা কম প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। এবার যাঁরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা মূলত আগের মতোই ভোট দিয়েছেন।

সাধারণত কিছু 'দোদুল্যমান ভোটার থাকেন। ভোটের ফলাফলে তাঁরা ভূমিকা রাখতে পারেন। তবে এঁদের সংখ্যা এতই কম যে সাংবাদিকেরা তাঁদের খোঁজে যেভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তা অনেকটা নৃতত্ত্ববিদদের নরখাদক খোঁজার মতো। অর্থাৎ, এসব ভোটারের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। আদতে এবারের নির্বাচনে, একটি পক্ষ তাদের সর্বোচ্চ শক্তি খাটিয়ে ভোট দিয়েছে, আর অন্য পক্ষ তা পারেনি। এবার যাঁরা ভোট দিতে যাননি, তাঁদের মতাদর্শিক উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই। তবে এক্সিট পোলের তথ্য অনুযায়ী, ভোটারদের মধ্যে আয়ভিত্তিক তারতম্য ছিল বেশ লক্ষণীয়।

দেখা গেছে, গড়ে বার্ষিক আয় ৫০ হাজার ডলারের নিচে থাকা ভোটারদের মধ্যে বাইডেনের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুপাত কমলা হ্যারিসের পক্ষে ভোট দেওয়ার তুলনায় বেশি ছিল।

হিস্পানিকদের মধ্যে, বিশেষ করে টেক্সাসের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ভোটারদের মধ্যে (যদিও এসব কাউন্টি আকারের দিক থেকে ছোট) ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। এর পেছনে অন্তত তিনটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে।

প্রথমটি ভোট দেওয়ার শর্তাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০২০ সালে মহামারির কারণে ভোট দেওয়া আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সহজ ছিল। সে বছর লাখ লাখ মানুষ আগাম ভোট দিয়েছেন। ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন। সে সময় ভ্রাম্যমাণ গাড়ি থেকে ভোট সংগ্রহ করা হয়েছে; এবং সে সময় ২৪ ঘণ্টা ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল। এর ফলে ভোটদানের পরিমাণ ছিল বেশি। কিন্তু ২০২৪ সালে এই সুবিধাগুলোর বেশির ভাগই ছিল না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো ভোটার নিবন্ধন। শিক্ষার্থী এবং নিম্ন আয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকেরা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করেন এবং প্রতিবার ঠিকানা পরিবর্তনের পর তাঁদের আবার নিবন্ধন করতে হয়। এই ঝামেলা ডেমোক্র্যাটদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে।

তৃতীয় ব্যাখ্যাটি ডেমোক্রেটিক পার্টির দীর্ঘদিনের বিভাজন নিয়ে। এই দলের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সদস্য মধ্যপন্থী এবং ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বামধারার। অর্থাৎ পুরো দলটি এখন মধ্যপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্লিনটন ও ওবামা বর্তমানে এই মধ্যপন্থী গোষ্ঠীর কার্যত নেতা এবং বাইডেন ও হ্যারিস তাঁদেরই নিয়োগ করা প্রার্থী।

বার্নি স্যান্ডার্স ২০১৬ এবং ২০২০ সালে বামধারার সমর্থকদের হয়ে ভোটে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নীতি নিয়ে কিছু ছাড় পাওয়ার শর্তে তিনি শেষ পর্যন্ত বাইডেনের পক্ষে সমর্থন দেন। ২০২৪ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টিতে বামধারার শক্তি সক্রিয় ছিল না। কারণ, এবার দলীয় প্রার্থী ঠিক করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি; স্রেফ গোপনে প্রার্থী বদলানো হয়েছে। রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র (যাঁকে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি ভোটে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি) এবং তুলসী গ্যাবার্ডের মতো বামধারার কিছু নেতা ডেমোক্রেটিক শিবির থেকে ট্রাম্পের শিবিরে চলে গিয়েছিলেন।

২০২৪ সালের নির্বাচন ডেমোক্র্যাটদের জন্য ছিল একধরনের আত্মহত্যা। এই নির্বাচনে দলটির নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ও ভোটাধিকার কমে যাওয়ার বিষয়ে উদাসীন ছিল, ২০২০ সালে নতুন ভোটারদের ধরে রাখার বিষয়ে তাঁদের গাফিলতি ছিল এবং দলের বামপন্থী অংশের কিছু বহু ভোটারকে ভোট না দিতে সক্রিয় ছিল।

তারা এসব সমস্যা আড়াল করতে সেলিব্রিটি সমর্থন এবং গ্ল্যামারধর্মী রাজনীতির ব্যবহার করেছে। কিন্তু তা কাজ করেনি।

জেমস কে গ্যালব্রেইথ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

সৌ: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

প্রথম নজর

রেলপথ পারাপারে চূড়ান্ত সমস্যা, বিকল্প রাস্তার দাবি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: উড়ালপুল চালু হতেই রেলপথ পারাপারে চূড়ান্ত সমস্যা, বিকল্প রাস্তার দাবিতে বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তুমুল বিক্ষোভ ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের আপামর মানুষের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, বিক্ষোভ সামাল দিতে রেল ও রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী ।

দক্ষিণপূর্ব রেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর স্টেশনের অদূরেই রেল পথকে আড়াআড়ি ছেদ করেছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এতদিন রেলপথ পারাপার করার জন্য ছিল লেভেল ক্রসিং। সম্প্রতি সেই জায়গায় উড়াল পুল তৈরী হওয়ায় রেলের তরফে লেভেল ক্রসিং দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর তাতেই সমস্যায় পড়েন রেল লাইনের অপর পাড়ে থাকা দ্বাদশ বাড়ি, কাঁটাবাড়ি, বনকাটি, ঝরিয়া, সেনডাঙ্গা সহ ১০ -১২ টি গ্রামের মানুষ। রেল লাইনের এক পাড়ে থাকা এই ১০ -১২ টি গ্রামের মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, চাকরী থেকে বিনোদন এমনকি দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাইনের অপর পাড়ে থাকা বিষ্ণুপুর শহরের উপর নির্ভরশীল। রেল ক্রসিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন উড়ালপুল দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার ঘুরপথে তাঁদের পৌঁছাতে হচ্ছে বিষ্ণুপুর শহরে। উড়ালপুর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে স্কুল কলেজ গামী ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে প্রায়শই পড়তে হচ্ছে দুর্ঘটনার কবলে। বাধ্য হয়ে অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইনের উপর দিয়েই যাতায়াত করছেন। এমনকি সাইকেল মাথায় করে রেললাইনের ওপর দিয়ে অবৈধভাবে ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে তাদের। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধান করতে লাইন পারাপারের বিকল্প রাস্তা তৈরী না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিষ্ণুপুর স্টেশন চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল ও রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী।

বিক্ষোপ্রিয় মুখে কুলুপ রেল দপ্তরের, যদিও সূত্র মাত্র জানতে পারা যায় জানা যায় রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসে এবং আগামীকাল আদ্রা ডিভিশনের DRM এর সঙ্গে তাদের বৈঠক করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় । এরপর দীর্ঘ চার ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর গ্রামবাসীরা তাদের বিক্ষোভ তুলে নেন।

মঙ্গলকোটের গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজে ন্যাকের টিমের ভিজিট

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মঙ্গলকোটের মাথরুন দিঘির পাড়ে অবস্থিত গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজে আজ ন্যাকের তিন সদস্যের একটি টিম পরিদর্শনে আসে। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে বর্তমানে ৩২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছেন। ন্যাকের টিমটি কর্নাটক, কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন। তারা কলেজের পরিকাঠামো, ক্লাসরুম, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মান পর্যালোচনা করেন। কলেজের পরিবেশ এবং শিক্ষার মান দেখে তারা মুগ্ধ হন।

কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ প্রদীপ্তকুমার বসু জানান, "ন্যাকের টিম আমাদের কলেজ ঘুরে দেখেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। ওনারা কলেজের পরিবেশ এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

কলেজের দীর্ঘ ৯ বছর পর এই ধরনের পরিদর্শন শিক্ষার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে শুরু হল ডায়ালিসিস ইউনিট

আপনজন: নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে চালু হলো ডায়ালিসিস ইউনিট সেন্টার,উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ সেক সামসুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সহ-কারী সভাধিপতি সুহাষিনী কর, নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল এর সুপার পবিত্র হালদার,এডিএম প্রমুখ।

গাজোল হাসপাতালে সিজার হয় না গর্ভবতীদের, হয় না ল্যাব টেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গাজোল

আপনজন: নামেই মাত্র গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতাল স্বাস্থ্য পরিষেবা একেবারেই নেই অভিযোগ রোগীর আত্মীয়দের বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের সিজার হয় না। তাদেরকে ২০-২৫ থেকে কিলোমিটার দূরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়। নেই কোন রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা। রোগীর আত্মীয়দের বাইরে থেকে বেসরকারি ল্যাব থেকে রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। হাসপাতালের ক্যাম্পাসে চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের আবাসন গুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে আবাসন গুলি ভেঙে পড়ে যেতে পারে। যার জন্য আবাসনে চরম ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হচ্ছে চিকিৎসক ,নার্স ,স্বাস্থ্য কর্মীদের। গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নতি হলেও, সেভাবে বাড়েনি নিরাপত্তা। পর্যাপ্ত পরিমাণ সিসিটিভি লাগানো হয়নি। নেই হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর। হাসপাতালের ভেতরের রাস্তা এবং নিকাশি ব্যবস্থার হালও বেহাল।এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ অঞ্জন রায়। সমস্যার সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

গর্ভবতী মহিলাদের এখানে সিজার হয় না ।রক্ত পরীক্ষা হয় না। গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ অঞ্জন রায় জানান ,একাধিক অসুবিধা নিয়ে আমাকে হাসপাতাল চালাতে হচ্ছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেই। জনা কয়েক পুলিশ কর্মী ডিউটিতে থাকছেন। জেলা পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছি হাসপাতালে একটি আউট পোস্ট করার জন্য। এছাড়াও নিরাপত্তার জন্য হাসপাতালের নতুন এবং পুরনো বিল্ডিং মিলিয়ে কমপক্ষে ৫০ টি সিসিটিভি ক্যামেরার দরকার। সেখানে রয়েছে মাত্র চারটি সিসিটিভি ক্যামেরা। আমরা বরবার দাবি জানিয়েছি গোটা হাসপাতাল চত্বর সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হোক। কিন্তু সেই কাজ হয়নি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমি দাবি জানিয়েছি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যাতে খুব তাড়াতাড়ি সিজার চালু করা যায়। সব থেকে খারাপ অবস্থা চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসনের। জীবন হাতে নিয়ে তাদের আবাসনে থাকতে হচ্ছে।"

মেরীগঞ্জ হাইমাদ্রাসার ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়টি আসন শাসক দল নিজেদের দখলে রাখলো কুলতলিতে।সারা জেলায় সমবায়ের পর এবার স্কুল মাদ্রাসার ভোটেও জয় জয়কার তৃণমূল কংগ্রেসের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ হাই মাদ্রাসার অভিভাবক নির্বাচন উপলক্ষে ২৫ ও ২৬শে নভেম্বর দুই দিন বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত মনোনয়ন জমা পর্ব চলছিল। ভোট হওয়ার কথা ছিল ৮ই ডিসেম্বর,মোট ছয়টি আসনের ছয়টিতে মনোনয়ন জমা পড়ার কারণে আর ভোট হচ্ছে না।বিরোধী দল থেকে কেউ এখানে মনোনয়ন জমা না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দলের দখলে গেল এই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটি।এই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির ভোট নিয়ে মেরিগঞ্জ -১নং তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি জাকির হোসেন শেখ মঙ্গলবার বলেন, বিরোধী দের পায়ের তলায় মাটি নেই কুৎসা ও অপপ্রচার করে ভোটে লড়া যায় না। তাই তাঁরা প্রার্থী দিতে পারিনি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জন্য রাজ্যে সর নির্বাচনে বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।এর থেকে ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত। এদিনের জয়ীরা হলেন সাহাদুল লস্কর, মোরসালিম লস্কর, আইনুল সরদার, সাদউদ্দিন ঘরামী, আখতারুল মন্ডল, ফাতেমা পুরকাইত। এদিন এই জয়ের পরে সবুজ আবির মেখে বিজয় উৎসবে মাতেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।এদিন এই মনোনয়ন জমাকে ঘিরে অশান্তির আশংকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল মেরীগঞ্জ হাই মাদ্রাসায়।

আরও বেশি বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পড়ানোর উদ্যোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আরো বেশি পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি হরফে পড়ানোর উদ্যোগ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের। সেই মত তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ অফিসে চত্বরে এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র সহ আরো অনেকে। মূলত জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির টি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গুলোতেপ্রাথমিকে গিয়ে বিপাকে পড়ছে আদিবাসী খুদে পড়ুয়ারা। স্কুলগুলিতে অলচিকি লিপিতে পড়ানোর শিক্ষক নেই। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সমস্ত এলাকার খুদে পড়ুয়াদের স্কুলমুখো করতে বেশ বেগ পেতে হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চারটি প্রাথমিক এবং চারটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন চলে। সেই সংখ্যাটি আরো বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। তাই যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি, তাঁরা যাতে এই ভাষাটিকে আরও ভালোভাবে জানতে পারে এ বিষয়ে তাঁদের অবগত করতে এদিনের এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আগামী দিনে এই সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে বলেই জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'মাতৃভাষা যাদের সাঁওতালি সেই সমস্ত শিক্ষকদের নিয়ে আজ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। জেলায় দাবি ছিল সাঁওতালি ভাষার পঠন-পাঠন চালু হোক বিদ্যালয় গুলিতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেলায় চারটি প্রাথমিক ও চারটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন চালু করেছেন।

আবাসে ভুল বাড়ি দেখানো নিয়ে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করণদিঘি

আপনজন: বাংলা আবাস যোজনার ভুল বাড়ি দেখানোকে কেন্দ্র করে করনদীঘি থানার কামাত গ্রামে হামলা ও মারধোরের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে করনদীঘি ব্লক অফিসের দুই আধিকারিক বাংলা আবাসযোজনার তথ্য সংগ্রহ করতে কামাত গ্রামে আসেন। তারা স্থানীয় আসমার বাড়ি পরিদর্শনে যান, তবে সেখ মুজিবর তাদের আসমার বাড়ি না দেখিয়ে তার ভাইয়ের বাড়ি দেখান। এই ভুল নির্দেশনায় প্রতিবাদ জানানো হলে মুজিবরের সঙ্গে এক যুবকের তর্কাতর্কি হয়, যা পরে পুলিশ এসে মীমাংসা করে। তবে, সন্ধ্যায় ঘটনাটি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। সেখ মুজিবর তার সঙ্গীদের নিয়ে সাগিরের হোলসেল দোকানে হামলা চালায়। হামলায় দোকানে থাকা চারজনকে বেদম মারধর করা হয় এবং প্রায় দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে করনদীঘি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়রা অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এই ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং দ্রুত দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।

ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে মূল পাণ্ডা গ্রেফতার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ট্যাব দুর্নীতি কান্ডের অন্যতম মূল মাথা গ্রেপ্তার।উদ্ধার একাধিক এটিএম সিম কার্ড পেনড্রাইভ থেকে শুরু করে মোবাইল এবং ল্যাপটপ। সরকারের পোর্টাল হ্যাক করে একাউন্ট নাম্বার চেঞ্জ করে টাকা আত্মসাৎ। জেরায় উঠে আসছে বিস্ফোরক তথ্য। জড়িত আছে আরও দুজন দাবী ধৃতের। সমগ্র ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ প্রধান শিক্ষকের। তবে কি স্কুলের কেউ? সর্ষের মধ্যেই ভূত?উঠছে প্রশ্ন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ। মালদা জেলায় ট্যাব দুর্নীতি কান্ড সারা ফেলে দিয়েছে রাজ্য-জুড়ে। ইতিমধ্যে এই চক্রের অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে।এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলের ট্যাব দুর্নীতির অন্যতম মূল মাথাকে গ্রেপ্তার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ইসলামপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।ধৃতের নাম মোঃ মোবারক হোসেন(২১)।বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার এলাকায়।ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৯৫ টি সিম কার্ড, ৬৫ টি এটিএম, বেশ কয়েক টি পেনড্রাইভ, দুটি মোবাইল এবং একটি ল্যাপটপ।উদ্ধার হওয়া জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মূলত মালদা জেলার যে তিনটি স্কুলে ট্যাব দুর্নীতি সামনে এসেছিল। তার মধ্যে এই কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুল।এখানে ৩৫ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকে যায় অন্য একাউন্টে।এই ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় এবং অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও সেই সময় প্রধান শিক্ষক ক্লার্কের উপর দায় চাপিয়ে ছিলেন। শুরু হয় সমগ্র ঘটনার তদন্ত। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর অজয় সিং যিনি সাইবার বিভাগের কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত। তিনি তদন্তের দায়িত্বভার পান। তদন্ত নেমে সামনে আসে বেশ কিছু তথ্য। বাংলার শিক্ষা পোর্টালে পড়ুয়াদের একাউন্ট নাম্বার যেখান থেকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। সেই নাম্বার ট্র্যাক করে পুলিশ। সেখান থেকে উঠে আসে ধৃতের তথ্য। তারপরে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আরো কারা জড়িত রয়েছে। জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।সমস্ত রহস্যের কিনারার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এদিকে প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরী কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে তৎপর হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসা

এম মেহেদী সানি ● বারাসাত

আপনজন: সংখ্যালঘু সমাজে শিক্ষার নবজাগরণের ক্ষেত্রে শেষ কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছে একের পর এক সংখ্যালঘু পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । আর সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি শিক্ষার পাঠ দেওয়া । নারী শিক্ষার উত্তরণে সেই মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসতের হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসা। মাদ্রাসার মুহতামিম নাসির উদ্দিন সাহেব বলেন 'গ্রাম বাংলা দরিদ্র নিম্নমেধা সম্পন্ন সংখ্যালঘু মেয়েদের একই ছাদের নীচে এনে একদিকে দ্বীন ও অন্যদিকে দুনিয়াবি শিক্ষাদানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলেছি আমরা ।'পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুযায়ী ছাত্রীদের সাধারণ শিক্ষার পাঠ দেওয়া হয় অন্যদিকে খারিজি মাদ্রাসার সিলেবাস অনুযায়ী অভিজ্ঞ শিক্ষিকা মন্ডলী পাঠদান করেন। নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার মুহতামিম হাফেজ মাওলানা নাসির উদ্দিন। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বারাসতের হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসা রাজ্যে শিক্ষা মানচিত্রে নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন শিক্ষা মহল ।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বেসরকারি মেয়েদের মাদ্রাসা সংগঠন 'তানজিমুল মাদারিস লিল বানাত'- এর মেধা পরীক্ষায় হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, মাধ্যমিক সহ বিভিন্ন ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর দাবি এবার বিয়ের আসরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর দাবি এবার বিবাহের আসরে উঠলো। জয়ন্ত বর্মন, পিতা মৃত - দিলীপ বর্মন। ঠিকানা: শিয়ালদহ প্রথম খন্ড, রাশি ডাঙ্গা ২, কোচবিহার ১ নং ব্লক, কোচবিহার। ওনার বিবাহিত জীবনে প্রবেশ উপলক্ষে অতিথি আপ্যায়ন অনুষ্ঠান ২৬-১১-২০২৪ ইং মঙ্গলবার। বিবাহ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই বিবাহ নামক অধ্যায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহারের জন-জীবনে ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর গুরুত্ব। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এই ফাঁসির ঘাট দিয়ে পারাপার করে শহরে প্রবেশ করে । বছরের অধিকাংশ সময় প্রতিকূল জলস্রোতের কারণে এই নৌকা ঘাটে পারাপার বন্ধ থাকে। শীতের সময় সাঁকোর বন্দোবস্ত হয় বটে তবে তা হয় খরচ সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ। জয়ন্ত বর্মন দীর্ঘদিন থেকেই ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। গ ইনি ব্যাঙ্গালোর থেকে সাইকেল চালিয়ে তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে কোচবিহার শহরে এসেছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছাদ থেকে মাথায় ইট পড়ে মৃত্যু ছাত্রীর

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ছাদ থেকে মাথায় ইট পড়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। মৃত ওই স্কুল ছাত্রীর নাম সাবরিন খাতুন। সে হরিহরপাড়া থানার তাজপুর এম এস কে স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাড়ি প্রদীপ ডাঙ্গা এলাকায়।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার প্রদীপডাঙ্গা এলাকায়। সূত্র মারফত জানতে পারা যায় বাড়ির পাশে বান্ধবীদের সঙ্গে খেলা করছিল সেই সময় ছাদ থেকে গোছনা ফেলার সময় গোছনার সঙ্গে ইট পড়ে যায় ওই ছাত্রীর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তার অবস্থার অবনতি হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে।

রাজারহাটের বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● নিউটাউন

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের বসিনা আল হিকমা একাডেমির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হল। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২৫ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার অনুষ্ঠান টি হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ডালিতে ছিল কবিতা, গান, নাটক, নাচ প্রভৃতি।

এদিন কিছু সাজাজিক কর্মকাণ্ডও আয়োজন করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশন, চশমা প্রদান প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, রাজারহাটের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গোলাম গৌসুল আজম, প্রধান অভিজিৎ নস্কর, শিক্ষক আবেদিন হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান টির সঞ্চালনা করেন আল হিকমা একাডেমির অধ্যক্ষ শেখ নাজির হাসান ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শেখ নাসির হাসান।

মাদ্রাসায় ছাদ ঢালাই উপলক্ষে দুয়া

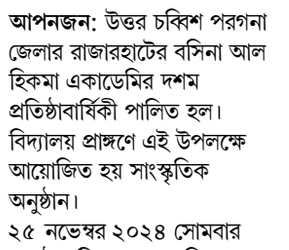

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের মতাদর্শকে প্রসারি করতে আন্নূর জামিয়া বোখারীয়া ওহিদিয়া মাদ্রাসার ছাদ ঢালাই উপলক্ষে দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।হরিপালের অনন্তপুরমোড়ে এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মাওঃ মহঃ আমজাদ হুসাইন বোখারী, আলহাজ মাওঃ মহঃ আবু বকর,পীর সৈয়েদ আরেফবিল্লাহ হুসাইন, পীর সৈয়দ আলমগীর হুসাইন,পীরজাদা সৈয়দ সাকের হুসাইন, পীরজাদা সৈয়দ নাজিমউদ্দিন, পীরজাদা সৈয়দ হামমাদ হুসাইন , পীরজাদা সৈয়দ হামমাম হুসাইন ,পীরজাদা সৈয়দ আমিম হুসাইন,মিজানুর রহমান, মাওলানা আসাদুল্লাহ, মাওলানা সৈয়দ মোয়াদ্দার হুসাইন সহ অনেকেই।

দাওয়াত الدعوة

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৮ নভেম্বর, ২০২৪

- আয়াতুল কুরসি কখন পড়বেন
- দরুদ পড়ার ফজিলত
- আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা কুফরি
- ইসলাম ও যুবসমাজ

মুমিনের ভরসা একমাত্র আল্লাহ

মো: লোকমান হেকিম

সৎকাজে তোমরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো, কল্যাণসমূহকে যথাযথভাবে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। কেননা সততা উন্নতির চাবিকাঠি। কিন্তু আজ সৎ লোকের বড় অভাব। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (সূরা তালাক, আয়াত-৩) 'আপনি (হে নবী!) কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৯) 'যারা আপনার বিরুদ্ধে সলাপরামর্শ করে আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।' (সূরা আন নিসা, আয়াত-৮১) 'আপনি ভরসা করুন তাঁর ওপর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই।' (সূরা ফুরকান, আয়াত-৫৮) 'আর তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (সূরা মায়িদা, আয়াত-২৩) 'আর ঈমানদারদের আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-২১) 'আর যদি তোমরা মুসলিম হও এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁর ওপর ভরসা করো।' (সূরা ইউনূস, আয়াত-৮৪) 'আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট; নির্ভরকারীরা তারই ওপর নির্ভর করে।' (সূরা জুমার, আয়াত-৩৮) 'আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। কার্য নির্বাহীরূপে আল্লাই যথেষ্ট।' (সূরা আহজাব, আয়াত-৩) পবিত্র কুরআনুল কারিমে বর্ণিত এসব আয়াতের ফজিলত, গুরুত্ব ও আয়াতের প্রেক্ষাপট আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি। হজরত ইবরাহিম আ: একজন নবী। ধৈর্য ধারণকারী। হজরত ইবরাহিম আ: সব বিষয়ে ফয়সালার জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করতেন। নমরুদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলে সৃষ্টিজগতের বহু মাখলুক হজরত ইবরাহিম আ:-কে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। হজরত ইবরাহিম আ: সাহায্যকারী দলের সবাইকে বলেছেন, 'তোমাদের কারো সাহায্য আমার প্রয়োজন নেই।' সাহায্যকারীদের মধ্যে হজরত জিবরাইল আ: এসে বললেন, আমি ফেরেশতা। আপনি আমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। আমি সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছি। আগুন নিভিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে হুকুম করেন। হজরত ইবরাহিম আ: পাল্টা প্রশ্ন করে হজরত জিবারইল আ:-কে বললেন, আমি যে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে আছি আল্লাহ কি এসব বিষয়ে অবগত আছেন? হজরত জিবরাইল আ: উত্তরে বলেন, আল্লাহ আপনার সব বিষয়ে এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। সাথে সাথে হজরত ইবরাহিম আ: বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল, নেয়ামাল মাওলা নেয়ামান নাসির। অর্থাৎ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমার জন্য উত্তম কর্মবিধায়ক। হজরত ইবরাহিম আ: এ কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দিলেন- 'হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের ওপর শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।' আগুন শীতল হয়ে গেল। একাধারে ৪০ দিন হজরত ইবরাহিম আ:-কে আগুনের মাঝখানে ফেলে নমরুদ আগুন জ্বালিয়েছিল। আল্লাহর আশ্চর্য কুদরতি ক্ষমতা! হজরত ইবরাহিম আ:-এর একটি পশমও নমরুদের আগুনে পোড়েনি। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেছেন- 'যে পরিপূর্ণভাবে আমার ওপর নির্ভর করল। সে আমার কুদরতের ছায়ার নিচে আশ্রয় নিলো।' নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও হজরত ইবরাহিম আ: আল্লাহকে ভুলে যাননি। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-'যদি তোমরা মুমিন হও। তবে আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' হজরত ইবরাহিম আ: আল্লাহর রহমতের প্রতি নিরাশ হননি। দুনিয়ায় বসবাস করতে গেলে বিপদ আসবে। ঝড়ঝাপটা আসবে। পেরেশানি বাড়বে-কমবে। আবার কল্যাণও আসবে। মঙ্গল আসবে। সুসংবাদ আসবে। আবার বিপদ আসবে। এগুলো ঈমান দৃঢ় করার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। যার মর্যাদা যত বড়। তার জন্য ঈমানের পরীক্ষা তত বড়। বিপদ-আপদ মাখলুকের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ। বিপদ রুহানি উন্নতির জন্য একটি সোপান। বলতে পারেন, কামালিয়াত অর্জনের একটি সিঁড়ি। কালামুল্লাহ শরিফে আল্লাহ বলেন- 'বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে আমি বান্দার তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা নেবো।' আল্লাহ দেখতে চান বান্দাদের মধ্যে কে বা কারা সব ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। সব অভাব-অভিযোগ বান্দারা কোথায় পেশ করেন? কুরআনে সূরা ইউসুফের মধ্যে হজরত ইয়াকুব আ:-এর তাওয়াক্কুলের কথা ইরশাদ হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে- হজরত ইউসুফ আ:-কে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার ১০ ভাই একটি রক্তমাখা জামা নিয়ে এসে হজরত ইউসুফ আ:-এর পিতা হজরত ইয়াকুব আ:-এর কাছে হাজির হয়েছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদের বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী। আমরা যখন মাঠে খেলাধুলা করছিলাম। একটি নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছিল। হজরত ইউসুফ আ:-এর ১০ ভাইয়ের কথা শুনে হজরত ইয়াকুব আ: বললেন, আমার মন বলছে তোমরা এগুলো সাজিয়ে বলছ। আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম। অবশেষে ৪০ বছর পর হজরত ইয়াকুব আ: তার আদরের ছেলে ইউসুফ আ:-এর সন্ধান পেয়েছিলেন। হজরত ইয়াকুব আ: ৪০ বছর ধৈর্য ধারণ করেছেন। এক মুহূর্ত পর্যন্ত তাওয়াক্কুল থেকে পিছপা হননি।

বিশেষ প্রতিবেদন

আয়াতুল কুরসি কখন পড়বেন

পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতটি 'আয়াতুল কুরসি' নামে পরিচিত। আয়াত অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। কুরসি শব্দের অর্থ চেয়ার বা আসন। আয়াতে ব্যবহৃত কুরসি শব্দ থেকে আয়াতটির নামকরণ করা হয়েছে।

হাদিসে প্রতি ফরজ নামাজের পর তা পড়ার কথা এসেছে। আয়াতুল কুরসি হলো :

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

উচ্চারণ : 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইয়ুম, লা তাখুজুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান জাল্লাজি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লাহ বিইজনিহি, ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহিতুনা বিশাইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসিআ কুরসিইউহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়ালা ইয়াইউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিইউল আজিম। '

আয়াতুল কুরসির অর্থ : 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।

তাঁর 'কুরসি' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। ' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৫)

হাদিসে আয়াতুল কুরসি পাঠের একাধিক উপকারের কথা এসেছে। যেমন–

১. মৃত্যুর পর জান্নাত : আবু উমামা আল বাহিলি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যুর ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৯৯২৮)

২. কোরআনের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রতিটি জিনিসের একটি চূড়া থাকে। কোরআনের চূড়া সুরা বাকারা। তাতে এমন একটি আয়াত আছে, যা কোরআনের অন্য আয়াতের 'নেতা'। সেটা হলো আয়াতুল কুরসি।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩১১৯)

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা : আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন প্রহরী থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার কাছে আসবে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৩১১)

আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা কুফরি

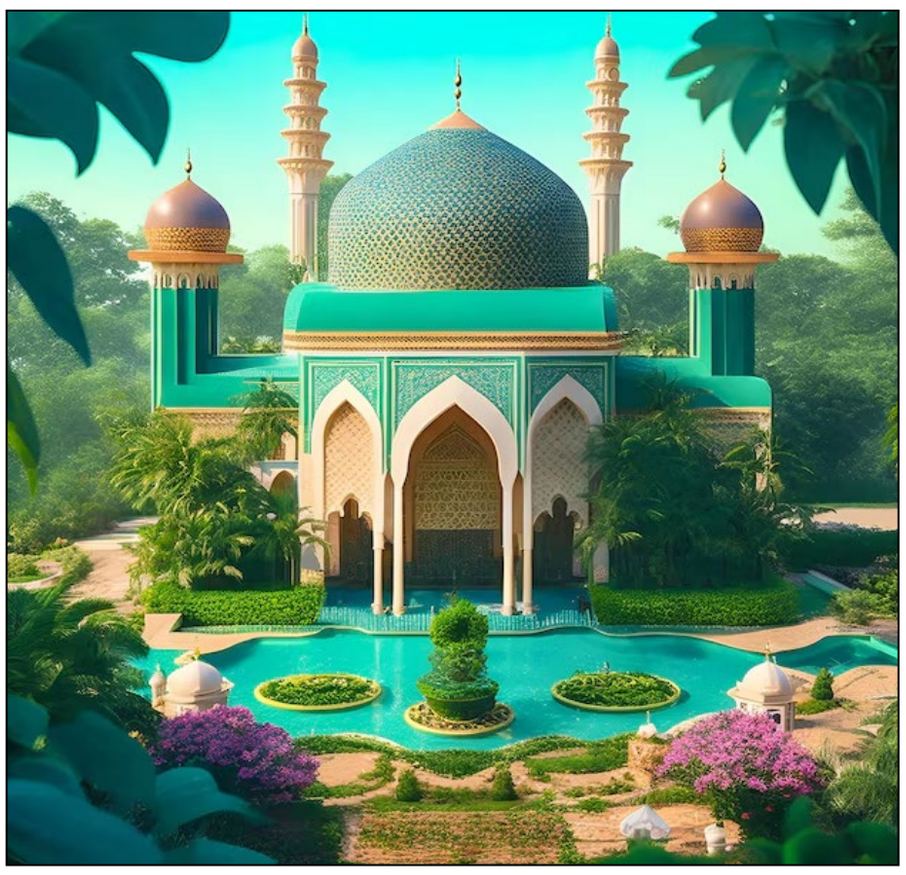

আবদুল মজিদ মোল্লা

আল্লাহর যেসব নাম ও গুণাবলি কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা মুতাজিলাদের মতো মানবীয় গুণাবলির সঙ্গে তা মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে না। এ ক্ষেত্রে তাদের মূল বক্তব্য হলো, 'পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'(সুরা : আশ-শুরা, আয়াত : ১১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা নিজেকে যে সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তা অস্বীকার করে না এবং আল্লাহর বাণীর ভুল ব্যাখ্যাও করে না। কোরআন ও সহিহ হাদিসে আল্লাহ তাআলার যেসব সিফাত (গুণাবলি) রয়েছে, তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা, অস্বীকার ও বাতিল করা, পদ্ধতি ও ধরন বর্ণনা করা এবং কোনো ধরনের উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, আল্লাহর গুণাবলি ও সিফাতগুলোর প্রতি পূর্ণাঙ্গ যথাযথ ঈমান স্থাপন করা আবশ্যক। এ জন্য আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক, যেন তার যথার্থ অর্থ জানা যায় এবং তার প্রতি অন্তরে ঈমান স্থাপন করা যায়।

পাশাপাশি মুমিন সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুর সঙ্গেই সেই সিফাতগুলোর সাদৃশ্য ও তুলনা করা থেকে দূরে থাকতে পারে। আহলে সুন্নাতের লোকেরা সিফাতগুলো অস্বীকারও করে না এবং সেগুলোকে সৃষ্টির মাখলুকের সিফাতের সঙ্গে তুলনাও করে না; বরং পবিত্র কোরআনে আল্লাহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেভাবেই বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'(সুরা : আশ-শুরা, আয়াত : ১১)

এই আয়াতে সেই সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা করে। যারা বলে, আল্লাহর সিফাতগুলো মাখলুকের সিফাতের মতোই। আর আল্লাহর বাণী, 'তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' বাক্য দ্বারা আল্লাহর সিফাতে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

কেননা এর মধ্যে আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি আসমা ওয়াস সিফাত (আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি) বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে।

কেননা এটি একই সঙ্গে আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করে এবং মাখলুকের মধ্যে সেই সিফাতগুলোর উপমা ও দৃষ্টান্ত হওয়াকে অস্বীকার করে।

বিশুদ্ধ হাদিসে আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। তবে হাদিসবিশারদদের বক্তব্য হলো, আল্লাহর গুণাবাচক নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ নয়। কোরআন ও হাদিসে আল্লাহর যে গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনো কোনোটি মানুষের ভেতরে পাওয়া যায়।

এমনকি অন্য প্রাণীর ভেতরেও তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। যেমন– দয়াশীল হওয়া, ক্ষমা করা, রাগান্বিত হওয়া, সুবিচার করা, প্রতিদান দেওয়া ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, মানুষ ও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার পার্থক্য কোথায়? মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন, আল্লাহ মানুষের ভেতর তার কিছু গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যেন মানুষ সেই গুণগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। তবে আল্লাহর গুণাবলি কোনোভাবেই সৃষ্টির গুণাবলির সঙ্গে তুল্য নয়। আল্লাহর গুণাবলি সব বিবেচনায় পূর্ণ। এতটা পূর্ণ, যা মানুষের কল্পনার অতীত। অন্যদিকে মানুষের সব গুণ আল্লাহর তুলনায় অপূর্ণ। আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'কেউ তার সমকক্ষ নয়।'(সুরা : ইখলাস, আয়াত : ৪)

আর মানুষের গুণাবলি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ২৮) আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

কন্যা সন্তানের মা-বাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর সুসংবাদ

বিশেষ প্রতিবেদন

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মা-বাবার জন্য বিশেষ এক নেয়ামত ও রহমত হলো কন্যা সন্তান। কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফেরদের বদস্বভাব।

কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা খাঁটি মুমিনের পরিচয় নয়।

কন্যাসন্তানকে অশুভ বা অকল্যাণকর মনে করা ইসলামে একটি গর্হিত কাজ। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কন্যা জন্মলাভ হওয়াকে নিজের জন্য অপমানের বিষয় মনে করা হতো। ইসলাম এ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে।

রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারিমে বলেন, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

অর্থ: 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে নাকি তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট'। (সূরা: আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

কন্যা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পরিবারে সুখ ও বরকত দান করেন। হাদিসে এমন কথা উল্লেখ হয়েছে।

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি ২টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ ২টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলো মিলিত করে দেখালেন)'। (মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নম্বর: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নম্বর: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নম্বর: ২৫৯৪৮)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলনে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, অতঃপর সে ওই কন্যাকে কষ্ট দেয়নি, মেয়ের ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নম্বর: ১/২২৩)

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল্লাহ সা. বলেন, 'যার ৩টি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদিসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি ২ জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, ২ জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি ১ জন হয় হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ১ জন হলেও'। (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান: ৮৩১১)

আউফ বিন মালেক আশজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তির ৩টি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক নারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর ২ মেয়ে হলে? তিনি বললেন, ২ মেয়ে হলেও'। (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নম্বর: ৮৩১৩)

হজরত আবদুল্লাহ ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাআলা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন'। (কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১)

আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমার কাছে এক নারী এলো। তার সঙ্গে তার ২ মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করলো। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করললো এবং তা ২ টুকরো করে তার ২ মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিলো। তা থেকে সে নিজে কিছুই খেলোল না। তারপর নারীটি ও তার মেয়ে ২টি উঠে পড়লো এবং চলে গেলো।

ইত্যবসরে আমার কাছে নবী সা. এলেন। আমি তার কাছে ওই নারীর কথা বললাম। নবী সা. বললেন, 'যাকে কন্যা দিয়ে কোনো কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে'। (মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ, হাদিস নম্বর: ২৪৬১৬)

দরুদ পড়ার ফজিলত

ফেরদৌস ফয়সাল

একদিন এক লোক রাসুলুল্লাহ সা.-এর সামনে নামাজ পড়ে দোয়া করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করো এবং আমার ওপর রহম করো!' তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, 'ওহে মুসল্লি! তুমি খুব তাড়াহুড়া করেছ। শোনো, যখন তুমি নামাজ পড়বে, তখন প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে, তারপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে এবং (সবশেষে নিজের জন্য) দোয়া করবে।' (তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও মিশকাত)ভক্তির সঙ্গে দরুদ শরিফ পড়লে বান্দার গুনাহ মাফ করা হয়। দরুদ পাঠের অশেষ সওয়াব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর মাত্র একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত নাজিল করেন এবং কমপক্ষে তার ১০টি গুনাহ মাফ করেন। তার আমলনামায় ১০টি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ১০ গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।' (নাসায়ি) দরুদ ফারসি শব্দ। এর অর্থ শুভকামনা বা কল্যাণ প্রার্থনা। ধর্মের পরিভাষায় দরুদ বলতে বোঝায় 'আস সালাত আলান নবি', অর্থাৎ নবীজি সা.-এর জন্য শুভকামনা। হজরত মুহাম্মদ সা.-এর নাম উচ্চারণের সময় সর্বদা 'সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (অর্থ: আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর) বলা হয়। এটি একটি দরুদ। আল্লাহর কাছে ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণযোগ্য করতে পরম ভক্তি ও ভালোবাসাভরা অন্তরে নিবিষ্টভাবে নবী করিম সা.-এর ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা একটি নেক আমল। দোয়া কবুলের জন্য মহানবী সা.-এর ওপর দরুদ পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি। দরুদ শরিফ পাঠ করলে আল্লাহর দরবারে ইবাদতের বিনিময় সুনিশ্চিত হয়। দরুদ পড়া এমন এক ইবাদত, যা আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা ও নবীর জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরাও নবীর জন্য দোয়া করো ও পূর্ণ শান্তি কামনা করো।' (সুরা আহজাব, আয়াত: ৫৬)

হজরত কাব ইবনে ওজারা (রা.) বলেছেন, 'একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার ওপর আমরা কীভাবে দরুদ পড়ব?

তিনি বললেন, বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ; আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর বংশধরদের ওপর এই রূপ রহমত নাজিল করো, যেমনটি করেছিলে ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাজিল করো, যেমন বরকত নাজিল করেছিলে ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়' (বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)।

রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে ঘেঁষে যাক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়ে না।' (তিরমিজি) রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে ব্যক্তি আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পড়ে।' (তিরমিজি)

দৈনন্দিন জীবনে দরুদ শরিফ পাঠ করলে আল্লাহর দরবারে মানুষের দোয়া কবুল হয়। হাদিস শরিফে আছে, 'কোনো দোয়াই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না, যতক্ষণ সে দোয়ার আগে ও পরে নবী করিম সা.-এর ওপর দরুদ পড়া না হয়।' হাদিসে আরও আছে, 'যে ব্যক্তি নবী করিম সা.-এর পবিত্র নাম শোনার পর তাঁর ওপর দরুদ পড়ে না, সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ। তার ধ্বংসের জন্য জিবরাইল (আ.) দোয়া করেন।'

হজরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন,

পবিত্র ও অপবিত্র কথা

জাফর আহমাদ

মানুষের কথা দুই প্রকার যথা : পবিত্র কথা ও অপবিত্র কথা।

পবিত্র কথা : ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের জন্য পবিত্র, সৎ ও সুন্দর কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত মুমিনদের জন্য পবিত্র, সৎ ও সুন্দর কথা বলা তার ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যেই মুমিন সৎ, সত্য, পবিত্র ও সুন্দর কথা বলতে পারবেন না, বুঝতে হবে তার ঈমানে ত্রুটি আছে। কারণ মুমিন যেই কালিমার মাধ্যমে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করেন, সেই কালিমাকে আল কুরআন 'কালিমাতুত তাইয়েবা' বা 'পবিত্র কথা' বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তুমি কি দেখছ না আল্লাহ কালেমা তাউয়েবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পেঁছে গেছে।' (সূরা ইবরাহিম-২৪)

'কালেমা তাইয়েবা'-এর শাব্দিক অর্থ-'পবিত্র কথা'। এর মাধ্যমে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে- এমন সত্য কথা এবং এমন পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস যা পুরোপুরি সত্য ও সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এই উক্তি ও আকিদা কুরআন মাজিদের দৃষ্টিতে অপরিহার্যভাবে এমন একটি কথা ও বিশ্বাস হতে যার মধ্যে রয়েছে তাওহিদের স্বীকৃতি, পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বীকৃতি। নবীগণ ও আসমানি সব কিতাবের স্বীকৃতি এবং আখিরাতের স্বীকৃতি। কারণ কুরআন এসব বিষয়কেই মৌলিক সত্য হিসেবে পেশ করে।

অন্য কথায় এর অর্থ হলো- পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যেহেতু এমন একটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার স্বীকৃতি একজন মুমিন তার কালেমা তাইয়েবার মধ্য দিয়ে থাকে, তাই কোনো স্থানের প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না, কোনো বস্তুর আসল, স্বভাব ও প্রাকৃতিক গঠন একে অস্বীকার করে না এবং কোথাও কোনো প্রকৃত সত্য ও

সততা এর সাথে বিরোধ করে না। তাই পৃথিবী ও তার সমগ্র ব্যবস্থা তার সাথে সহযোগিতা করে এবং আকাশ তথা সমগ্র মহাশূন্য জগত তাকে স্বাগত জানায়।

কোনো ব্যক্তি বা জাতি এই কালেমার ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা গড়ে তুললে প্রতি মুহূর্তে সে সফল লাভ করতে থাকে। সেটি তার চিন্তার পরিপক্কতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, জীবনধারায় মজবুতি, চরিত্রে পবিত্রতা, আত্মায় প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা, শরীরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহার ও লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় মুগ্ধতা ও সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অঙ্গীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কৃষ্টিতে ঔদার্য ও মহত্ব, সভ্যতায় ভারসাম্য, অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফ, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে সৌজন্যতা, সন্ধিতে আন্তরিকতা এবং চুক্তি ও অঙ্গীকারে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। সেটি এমন একটি পরশ পাথর যার প্রভাব কেউ যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়।

সুতরাং মুমিন কখনো অশ্লীলভাষী, কদাচার, কর্কশ ও বদমেজাজি হতে পারে না। হজরত আব্দুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।' (তিরমিজি-১৯৭৭) আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করা হবে।' (সূরা হুজরাত-১০) 'মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হলে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।' (সূরা নিসা-১৪৮)

অপবিত্র কথা : আল কুরআনে অপবিত্র বাক্যকে 'কালিমাতুল খাবিসা' বা অসৎ বাক্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে- একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' (সূরা ইবরাহিম-২৬) কালিমাতুল খাবিসা হলো কালেমা তাইয়েবার বিপরীত শব্দ। যদিও প্রতিটি সত্যবিরোধী ও মিথ্যা কথার ওপর এটি প্রযুক্ত হতে পারে তবুও এখানে এ থেকে এমন প্রতিটি বাতিল আকিদা বুঝায়, যার ভিত্তিতে মানুষ নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ বাতিল আকিদা নাস্তিক্যবাদ, ধর্মদ্রোহিতা, অবিশ্বাস, শিরক, পৌত্তলিকতা অথবা এমন কোনো চিন্তাধারাও হতে পারে যা নবীদের মাধ্যমে আসেনি।

অন্য কথায় এর অর্থ হলো- বাতিল আকিদা যেহেতু সত্যবিরোধী তাই প্রাকৃতিক আইন কোথাও তার সাথে সহযোগিতা করে না। তাই আগাছা বলে প্রকৃতির চাহিদার কারণে গাছের মালিক তাকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। বিশ্বজগতের প্রতিটি অণুকণিকা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জমিতে তার বীজ বপন করার চেষ্টা করলে জমি সবসময় তাকে উদগীরণ করার জন্য তৈরি থাকে। আকাশের দিকে তার শাখা-প্রশাখা বেড়ে উঠতে থাকলে আকাশ তাদের নিচের দিকে ঠেলে দেয়। পরীক্ষার খাতিরে মানুষকে যদি নির্বাচন করার স্বাধীনতা ও কর্মের অবকাশ না দেয়া হতো তাহলে এ অসৎ জাতের গাছটি কোথাও গজিয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করেছেন, তাই যেসব নির্বোধ লোক প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়ে এ গাছ লাগানোর চেষ্টা করে তাদের শক্তি প্রয়োগের ফলে জমি একে সামান্য কিছু জায়গা দিয়েও দেয়, বাতাস ও পানি থেকে সে কিছু না কিছু খাদ্য পেয়েই যায় এবং শূন্যও তার ডালপালা ছড়ানোর জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু জায়গা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন এ গাছ বেঁচে থাকে ততদিন তিতা, বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফল দিতে থাকে এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই আকস্মিক ঘটনাবলির এক ধাক্কাই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে। কৃষক ফলজ গাছের বীজ রোপণ করে কিন্তু আগাছার বীজ রোপণ না করার পরও সে অবৈধভাবে ফলজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে জায়গা করে সেও জেগে উঠে। ফলজ গাছকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ভালো ফল দানে সে শুধু বাধাগ্রস্তই করতে পারে। বুদ্ধিমান কৃষক যথাসময়ে নিড়ানীর মাধ্যমে তাকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলে। ফলে ফলজ গাছগুলো স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে এবং ভালো ফল দান করে।

পৃথিবীর ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও তামাদ্দুনিক ইতিহাস অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কালেমায়ে তাইয়েবা তথা ভালো কথা এবং মন্দ কথার এ পার্থক্য সহজে অনুভব করতে পারে। সে দেখবে ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভালো কথা একই থেকেছে। কিন্তু মন্দ কথা সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য। ভালো কথাকে কখনো শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়নি। কিন্তু মন্দ কথার তালিকা হাজারো মৃত কথার নামে ভরে আছে। এমনকি তাদের অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আজ ইতিহাসের পাতা ছাড়া আর কোথাও তাদের নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। স্ব স্ব যুগে যেসব কথার প্রচণ্ড দাপট আজ সেসব কথা উচ্চারিত হলে মানুষ এই ভেবে অবাক হয়ে যায় যে, এমন পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতাও মানুষ করেছিল।

তারপর ভালো কথা যখনই যে জাতি বা ব্যক্তি যেখানেই গ্রহণ করে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করেছে সেখানেই তার সমগ্র পরিবেশ তার সুবাসে আমোদিত হয়েছে। তার বরকতে শুধু সেই ব্যক্তি বা জাতিই সমৃদ্ধ হয়নি; বরং তার আশপাশের জগতও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোনো মন্দ কথা যেখানেই ব্যক্তি বা সমাজজীবনে শিকড় গেড়েছে সেখানেই তার দুর্গন্ধে সমগ্র পরিবেশ পুঁতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে এবং তার কাঁটার আঘাত থেকে তার মান্যকারীরা নিরাপদ থাকেনি এবং এমন কোনো ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারেনি যে তার মুখোমুখি হয়েছে। যারা নিজেদের রবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা, অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ, নাফরমানি ও বিদ্রোহাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বন করল এবং নবীগণ যে আনুগত্য ও বন্দেগির পথ অবলম্বন করার দাওয়াত নিয়ে আসেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড এবং সারা জীবনের সব আমল শেষ পর্যন্ত এমনি অর্থহীন প্রমাণিত হবে, যেমন একটি মূল্যহীন আগাছা বা এটি একটি ছাইয়ের স্তূপ, দীর্ঘদিন এক জায়গায় জমা হতে হতে তা পাহাড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একদিনের ঘূর্ণিঝড়ে তা এমনভাবে উড়ে গেল যে তার প্রত্যেকটি কণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করল তাদের কার্যক্রমের উপমা হচ্ছে এমন ছাইয়ের মতো যাকে একটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনোই ফল লাভ করতে পারবে না।' (সূরা ইবরাহিম-১৮) তাদের চাকচিক্যময় সভ্যতা, বিপুল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, বিস্ময়কর শিল্প-কলকারখানা, মহাপ্রতাপশালী রাষ্ট্র, বিশালায়তন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, চারুকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বিশাল ভাণ্ডার, এমনকি তাদের ইবাদত-বন্দেগি, বাহ্যিক সৎকার্যাবলি এবং দান ও জনকল্যাণমূলক এমন সব কাজকর্ম যেগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় গর্ব করে বেড়ায়, সব কিছুই শেষ পর্যন্ত ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হবে। কিয়ামতের দিনের ঘূর্ণিঝড়ে ছাইয়ের স্তূপকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং আখিরাতের জীবনে আল্লাহর মিজানে রেখে সামান্যতম ওজন পাওয়ার জন্য তার একটি কণাও তাদের কাছে থাকবে না।

ইসলাম ও যুবসমাজ

মো: লোকমান হেকিম

যৌবনকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সময়ের ইবাদতের মর্যাদাও বেশি। স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, শক্তি-সামর্থ্যে ভরপুর যৌবনের দিনগুলো জীবনের শ্রেষ্ঠ যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। যৌবন মানেই বন্ধু, আড্ডা, গান, মাস্তি নয়। আল্লাহ ক্ষণিকের জন্য মানুষকে তার এই বিশেষ নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা তাতে উত্তীর্ণ হবে, তারাই সফল। আর যারা তা অবহেলা করবে, তারা চিরব্যর্থ। যে ব্যক্তি তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করবেন, কঠিন কিয়ামতের দিন তিনি আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন। রাসূল সা: বলেন, 'আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দেবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (এর মধ্যে) ওই যুবক, যার যৌবন অতিবাহিত হয় আল্লাহর আনুগত্যে।' (বুখারি, মুসলিম) আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। তাই তাঁর আনুগত্যেই জীবন অতিবাহিত করা যুবসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে যৌবনকাল। এই সময়কে, আল্লাহপ্রদত্ত অফুরন্ত নিয়ামতও বলা চলে। এই সময়ে প্রতিটি মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটে এবং মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটে থাকে। এ জন্য, এই বয়সে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে বুদ্ধিবৃত্তিক হতে হবে। যেন ইসলামবিরোধী কোনো কাজের প্রতি স্বীয় অন্তর আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। কেননা, যৌবনকালের সদ্ব্যবহার প্রতিটি মুসলিম যুবক-যুবতীর অবশ্য কর্তব্য। কারণ, কিয়ামত দিবসে যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তন্মধ্যে যৌবনকাল অন্যতম। যেমন নবীজী সা: বলেছেন, 'কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত

করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে এবং তা কী কী খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে।' (তিরমিজি-২৪১৬) এ জন্য রাসূলুল্লাহ সা: স্বয়ং নিজেই যৌবনকালের সদ্ব্যবহার করার জন্য উম্মাহর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ মানব জাতিকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইবাদত ও নির্দেশিত পথে চলার জন্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।' (সূরা আজ-জারিয়াত-৫৬) কিন্তু সমকালীন যুবসমাজের একাংশ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে ভিন্ন ধারার উৎসব ও সংস্কৃতি লালনে মগ্ন হয়ে পড়ছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটছে। যা নেহাতই দুঃখজনক। অনেকেই এহেন কর্মের দ্বারা অজান্তেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে পড়ছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।' (সুনানে আবু দাউদ-৪০৩১) শুধু তাই নয়, ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন ধারার সংস্কৃতি গ্রহণে ও সর্বপ্রকার অশ্লীল কর্মকে আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। এমনকি যুবসমাজের মধ্যে যারা এসব কর্মের প্রচার ও প্রসার করে, তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ারিমূলক আয়াত রয়েছে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।' (সূরা নূর- ১৯) এ জন্য মুসলিম জাতির সবার প্রতি ইলমে দ্বীন তথা ইসলামী শরিয়তের জ্ঞানার্জন করা ফরজ। যেন সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সব কাজে বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করে চলতে পারে। হারাম তথা অবৈধ কাজে কেউ যেন জড়িয়ে না পড়ে। যেমন রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরজ।' (সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব-৭২) এমনকি যুবসমাজের অন্তর্ভুক্ত যেসব যুবক-যুবতী তাদের যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটাবে এবং হারাম কাজ থেকে দূরে থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে মহাসুসংবাদ, যা হাদিসে নবী সা: দ্বারা স্বীকৃত। অর্থাৎ, কিয়ামতের মাঠে হিসাব-নিকাশের বিভীষিকাময় মুহূর্তে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়ায় স্থান পাবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সে দিন আল্লাহ তায়ালা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। যথাক্রমে- ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক; ২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের ভেতর গড়ে উঠেছে; ৩. যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে; ৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের ওপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের ওপর; ৫. এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি; ৬. যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না ও ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।' (বুখারি-১৪২৩) এ জন্য প্রতিটি মানবের জীবনে যৌবনকাল গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। পাশাপাশি, রাসূলুল্লাহ সা: মুসলিম উম্মাহকে যে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে বলেছেন তন্মধ্যে যৌবনকাল অন্যতম। কারণ, আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামতের অর্থাৎ যৌবনকালকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা সব মুসলিম যুবক-যুবতীর অবশ্য কর্তব্য। যেমন জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির আগে গণিমত জেনে মূল্যায়ন করো : বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার আগে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার আগে তোমার অবসরকে এবং মরণের আগে তোমার জীবনকে।' (সহিহুল জামে- ১০৭৭) তবে অশ্লীলতা, বেহায়পনা ও ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী কর্মকাণ্ড যুবসমাজ থেকে দূর করতে হলে সবাইকে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি নিজের সন্তান, পরিবার, আত্মীয়স্বজনসহ সবাইকে ইসলামী শরিয়তের অভিমত অবহিত করা কর্তব্য। তবেই দুনিয়াবি জীবনে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত, শান্তি ও কল্যাণ লাভ সম্ভব হবে, তেমনি আখিরাতেও মহান রবের মাগফিরাত অর্জন সম্ভবপর হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে।' (সূরা আত-তাহরিম-৬) যৌবনের উদ্যম ও শক্তিকে সঠিক পন্থায়, সঠিক কাজে ব্যয় করা হলে সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। কারণ, যুবকরাই চালিকাশক্তি। তারা সুসংহত হলে গোটা জাতি সুসংহত হয়, তারা পথ হারালে গোটা জাতিই পথ হারায়। প্রত্যেক যুবকের উচিত তার যৌবনকে পাপমুক্ত রেখে আল্লাহর ইবাদতে সাজানো। আল্লাহকে ভয় করা। মানুষের উপকার করা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা। গুনাহমুক্ত জীবন গড়তে যৌবন হিফাজত করতে হবে। হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

সিজদাহর ফজিলত

মুহাম্মদ ওসমান গনি

নামাজের গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো সিজদা। সিজদাহর আভিধানিক অর্থ প্রণত হওয়া। নামাজের সময় উপুড় হয়ে দুই হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর রাহে নিবেদন করার নামই সিজদা। দৈনিক পাঁচবারের নামাজে বহুবার সিজদা দিতে হয়। নামাজের প্রত্যেক রাকাতে দু'টি করে সিজদা দিতে হয়। সিজদা নামাজের অংশ হিসেবে পালন করা হলেও এর বিশেষ ফজিলত রয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

আসমান-জমিনের সব প্রাণী ও ফেরেশতা আল্লাহর সামনে অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। অহঙ্কারের বশীভূত হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে না। কিন্তু আমরা কেন প্রতিনিয়ত আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছি। প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহকে সিজদা করার জন্য মুয়াজ্জিন আহ্বান জানানোর পরও আমরা অহঙ্কার ও আত্মগরিমায় বুঁদ হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হই! আল্লাহ তায়ালা বলেন-'আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা রাহমানকে (আল্লাহ) সিজদা করো, তখন তারা বলে, রাহমান কী? তুমি আমাদেরকে আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব? আর এটি তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করে।' (সূরা ফুরকান-৬০)

হাদিসে রাসূল সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার জন্য একটি নেকি লিখেন ও তার একটি পাপ দূর করে দেন এবং তার মর্যাদার একটি স্তর বৃদ্ধি করে দেন। অতএব তোমরা বেশি বেশি সিজদা করো।' (ইবনে মাজাহ-১৪২৪)

পবিত্র কুরআনে সে কথায় বিধৃত হয়েছে- 'আর আসমানসমূহ ও জমিনের সব কিছুই আল্লাহর জন্য অনুগত্য ও বাধ্য হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় সিজদা করে এবং তাদের

ছায়াগুলোও।' (সূরা রাদ-১৫)

অপর এক হাদিসে রাসূল সা: বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন তিনি ঈমানদারদের চিনবেন তাদের সিজদার স্থান ও অজুর সব অঙ্গের ঔজ্জ্বল্য দেখে।' (মুসনাদে আহমাদ-১৭৭২৯)

হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোকের উপরে অনুগ্রহ করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, যাও ওইসব লোককে বের করে নিয়ে এসো, যারা আল্লাহর ইবাদত করেছে। এরপর ফেরেশতারা তাদের সিজদাহর চিহ্ন দেখে চিনে নেবেন ও বের করে আনবেন। বনি আদমের পুরো শরীর আগুনে খেয়ে নেবে, সিজদার চিহ্ন ছাড়া। কারণ, আল্লাহ পাক জাহান্নামের উপরে হারাম করেছেন সিজদার চিহ্ন খেয়ে ফেলতে।' (মিশকাত-৫৫৮১)

সিজদাহর ফজিলত সম্পর্কে এক হাদিসে মা'দান ইবনে আবু তালহা আল ইয়ামিরি বলেন, আমি রাসূল সা:-এর আজাদকৃত গোলাম সাওবান রা:-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, 'আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারো নীরব থাকলেন। তৃতীয়বার আমি তাকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সিজদা করবে। কারণ, তুমি যখনই আল্লাহর জন্য সিজদাহ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (মুসলিম-৯৮৬)

সাহাবিরা সিজদার সময় মৃত্যু কামনা করতেন। রাসূল সা: বলেছেন, 'কেউ যদি অনেক বছর ইবাদত করে সিজদায় মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে তার মতো সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই।'

অপর এক হাদিসে রবিআ ইবনে কাব আল-আসলামি রা: বলেন, আমি রাসূল সা:-এর সাথে রাতে ছিলাম। আমি তাঁর অজুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি বললেন, কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সাহচার্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু কি চাইবে? আমি বললাম, এটিই আমার আবেদন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদাই করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।' (মুসলিম-৯৮৭)

পরিশেষে এটিই ভাবনা; সিজদা হলো মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। শেখ আবদুল হামিদ কিসক রহ. বলতেন, 'হে আল্লাহ, দুনিয়ায় আমাকে ইমাম হিসেবে রেখো, ঈমানের সাথেই চলার তৌফিক দাও এবং শেষ বিচারের দিনে আমাকে সিজদারত অবস্থায় উত্তোলিত করো। কারণ, রাসূল বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর আগে শেষ যে কাজ করবে, সেই অবস্থায়ই তোমাদের উত্তোলিত করা হবে।'

এবার গার্দিওলার সিটি ৩-০ এগিয়ে থেকেও পয়েন্ট হারাল

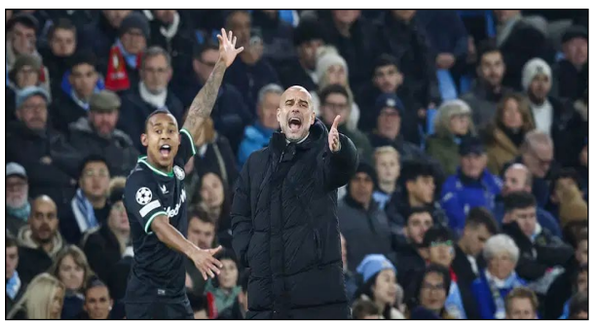

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য বললেও যেন কম বলা হয়। মাঠটা প্রতিপক্ষের নয় ম্যানচেস্টার সিটিরই ঘরের মাঠ ইতিহাদ। ডাচ ক্লাব ফেইনুর্ডের বিপক্ষে সিটি সেখানে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত। কিন্তু এরপর কী ভর করল কে জানে! ৭৫, ৮২ ও ৮৯ মিনিটে তিন গোল করে ম্যাচে ফিরল ডাচ ক্লাবটি। আর সিটি? চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত তিন গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও জয় না পাওয়া প্রথম দল হয়ে মাঠ ছেড়েছে ইংলিশ ক্লাবটি!
অবিশ্বাসের মাত্রা আরও বাড়তে পারে যদি সিটির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আপনার জানা থাকে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৫ ম্যাচ হেরে ফেইনুর্ডের মুখোমুখি হয়েছিল পেপ গার্দিওলার দল। ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর সিটি হারের বৃত্ত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে এমনটা ভাবাই ছিল স্বাভাবিক। হ্যাঁ, হারের বৃত্ত ঠিকই কাটিয়ে উঠল সিটি। তবে যেভাবে কাটাল সেটা হারের চেয়ে কম কী! ৭৫ মিনিটের পর ম্যাচের বিভিন্ন পর্যায়ে সিটি কোচ গার্দিওলাকে অবিশ্বাস ও হতাশার মিশেলে মাথায় হাত বোলাতে দেখা গেছে। ভাগ্যিস, গার্দিওলার মাথায় চুল নেই। হয়তো ছিঁড়েই ফেলতেন!
গতকাল রাতের এই ম্যাচসহ সিটির সর্বশেষ ৬ ম্যাচের স্কোরের তাকালে একটি বিষয় পরিষ্কার–বালির বাঁধ হয়ে উঠেছে তাঁদের রক্ষণ। গত ৩০ অক্টোবর থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ নিয়ে টানা ৬ ম্যাচে ন্যূনতম ২ টি করে গোল হজম করল সিটি। অর্থাৎ, যে দলটা অক্টোবর পর্যন্তও ঠিকঠাক ছিল, নভেম্বরে এসে সেই দলটার অবস্থাই তথৈবচ। অথচ গার্দিওলার এই দলটাই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন, এই দলটাই গত কয়েক মৌসুম ধরে দাপট বিস্তার করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলে। বিশ্বাস হয়? যদি তাও না হয়, তাহলে আরেকটি তথ্য–সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৬ ম্যাচে সিটির ন্যূনতম ২ টি করে গোল হজমের সর্বশেষ নজির দেখা গিয়েছিল, ব্রিটেনে 'দ্য গ্রেট ট্রেইন রবারি'র বছর, টটেনহাম যে বছর তাঁদের ইতিহাসে একমাত্র ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ জিতেছিল এবং এদিকে আইয়ুব খান ক্ষমতায়–১৯৬৩! সে বছর ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগ থেকে নেমেও গিয়েছিল সিটি।
এবার সিটির তেমন সম্ভাবনা না থাকলেও তাঁদের রক্ষণভাগ যেখানে নেমেছে, সেটাকে সম্ভবত পাতাল বলে। সেই পাতালে নামার আগেও উড়ছিল সিটি। ৪৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আর্লিং হলান্ডের গোল, ৫০ মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইলকায় গুন্দোয়ান এবং তার ৩ মিনিট পর আরও একটি গোল করেন হলান্ড। কিন্তু ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিটে সত্যিকার অর্থেই সিটির রক্ষণ আর খোলা দুয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না! সিটি ডিফেন্ডার ইয়েস্কো গাভার্দিওলের বেখেয়ালি ব্যাক পাসের সুযোগ নিয়ে গোল করেন ফেইনুর্ডের ফরোয়ার্ড আনিস হাজ মুসা। ৭ মিনিট পর আবারও গোল এবং সেই গোলের শুরুতেও ছিল গাভার্দিওলের অপরিণামদর্শী পাস। সেখান থেকে জর্ডান লোতোস্বার ক্রস বুক দিয়ে নামিয়ে গোল করেন ডাচ ক্লাবটির ফরোয়ার্ড সান্তিয়াগো হিমিনেজ। গোলটি দেখে গার্দিওলার যেন বিশ্বাসই হয়নি। ডাগ আউটে কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু ভোগান্তির সেখানেই শেষ নয়। ৮৯ মিনিটে ফেইনুর্ডের ডেভিড হানকোর করা সমতাসূচক গোলেও ভুল করেন সিটি গোলকিপার এদেরসন।
এই ৬ ম্যাচে ১৭ গোল হজম করা সিটির সমস্যাটা কি? ক্লাবটির কোচ গার্দিওলা হারের পর বলেছেন, 'আমি জানি না সমস্যাটা মানসিক কি না। প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটি হতে পারে না। এরপর আমরা ভুলে গিয়েছিলাম কী ঘটেছে, ভালো করতে মরিয়া ছিলাম। সেটা করেওছি কিন্তু জিততে পারিনি।' সংবাদ সম্মেলনে আসার পর গার্দিওলা নাকে ও মাথায় হালকা লালচে ক্ষত দেখা গেছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে সিটি কোচ মজা করে বলেছেন, 'আমার আঙুলে নখ আছে। আমি নিজের ক্ষতি করতে চাই। শুভ রাত্রি।'

পার্থ জয় করে এক নম্বরে বুমরা, দুইয়ে জয়সোয়াল

আপনজন ডেস্ক: আবারও টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন যশপ্রীত বুমরা। পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ উইকেট নেওয়ার পর বুমরার রেটিং পয়েন্ট এখন ৮৮৩, যা তাঁর ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ।
একই টেস্টে সেঞ্চুরি করা ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ২ নম্বরে। এটা তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা।
বাঁহাতি এই ওপেনারের রেটিং পয়েন্ট এখন ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৮২৫। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যান্টিগা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদ এগিয়েছেন ১৬ ধাপ।
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে টেস্টে ১ নম্বর বোলার হয়েছিলেন বুমরা। এরপর সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কাছে শীর্ষস্থান হারান।
গত অক্টোবরে আবারও সরিয়ে দেন অশ্বিনকে। এবার জায়গা পুনরুদ্ধারের আগে সর্বশেষ তিনি জায়গা হারিয়েছিলেন কাগিসো রাবাদার কাছে। রাবাদা এখন নেমে গেছেন ২ নম্বরে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৮ উইকেট নেন তাসকিন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট এখন ৩৮৩, যা ক্যারিয়ার-সেরা।
অ্যান্টিগাতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব মেহেদী হাসান মিরাজ নেমে গেছেন ১ ধাপ। তাঁর অবস্থান ২৬ নম্বরে। তাইজুল ইসলামও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভালো করতে পারেননি। তাতে ৫ ধাপ নেমে গিয়ে তিনি অবস্থান করছেন ২৩ নম্বরে। বাংলাদেশের টেস্ট বোলারদের মধ্যে তিনিই আছেন শীর্ষে।
টেস্ট ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এখনো শীর্ষে আছেন জো রুট। আপাতত হয়তো তিনিই থাকবেন। কারণ, ২ নম্বরে থাকা জয়সোয়ালের চেয়ে ৭৮ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন রুট। যদিও জয়সোয়াল যেভাবে ছন্দে আছেন তাতে অনেক কিছুই হতে পারে।
পার্থে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই ওপেনার। পার্থে সেঞ্চুরি করা বিরাট কোহলি এগিয়েছেন ৯ ধাপ। তাঁর অবস্থান ১৩ নম্বরে। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩২ নম্বরে আছেন মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাস। দুজনে যৌথভাবে আছেন ৩২ নম্বরে। ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে সাইম আইয়ুব ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০০-এর মধ্যে ঢুকেছেন। তাঁর অবস্থান এখন ৯০তম। জিম্বাবুয়ে সিরিজে বিশ্রামে থাকায় শাহিন শাহ আফ্রিদি হারিয়েছেন বোলারদের শীর্ষস্থান। শীর্ষে ফিরেছেন রশিদ খান।

চ্যাম্পিয়ন আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়া কলকাতার অধিনায়ক এবার কে?

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের জেদ্দায় পরশু আইপিএলের মেগা নিলাম শেষেই প্রশ্নটি উঠেছে–কে? মানে, কলকাতা নাইট রাইডার্সে অধিনায়কের দায়িত্ব পাবেন কে? কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ভেঙ্কি মাইশোরের উত্তর হলো, সবাই মিলে বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে তো বটেই। তবে কলকাতার ২০২৫ আইপিএল স্কোয়াডে তাকিয়ে আন্দাজ করে নেওয়ার সুযোগ তো আছে। ২১ জনের এই স্কোয়াডে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অধিনায়কের দায়িত্ব পালনের অতীত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার কিন্তু আছেন। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কেন এই প্রশ্ন উঠল, সেই পটভূমিতেও তাকানো প্রয়োজন। নাইটদের ১০ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে গত মে মাসে তৃতীয় আইপিএল শিরোপা এনে দিয়েছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। কিন্তু এর কয়েক মাস পরই ২০২৫ আইপিএলের জন্য কলকাতার খেলোয়াড় ধরে রাখার তালিকায় শ্রেয়াসকে না দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। ভেঙ্কি মাইশোর জানিয়েছিলেন, কলকাতা তাঁকে ধরে রাখতে চাইলেও শ্রেয়াস নিজেই থাকেননি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম তখন জানিয়েছিল, বেতনই শ্রেয়াসের নাইটদের তাঁবু ছেড়ে যাওয়ার কারণ। সেই শ্রেয়াসকে এবার নিলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। কিন্তু দরের পাল্লায় পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে পারেনি। ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে তাঁকে নিয়ে নেয় পাঞ্জাব কিংস। এবারের নিলামে কলকাতা কিন্তু তাদের আরও এক সাবেক অধিনায়ককে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল–২০২৩ আসরের অধিনায়ক নীতীশ রানা। শ্রেয়াসের মতো তাঁকেও কলকাতা ছেড়ে দিলেও এবারের নিলামে নীতীশের নাম ওঠার পর কলকাতা তাঁকে ফেরাতে আরটিএম (রাইট টু ম্যাচ) কার্ড ব্যবহার না করায় অবাক হয়েছেন বিশ্লেষক থেকে সমর্থকদের অনেকেই।
নিলামের সম্প্রচারকদের সঙ্গে আগামী মৌসুমের অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন ভেঙ্কি মাইশোর। তিনি জানিয়েছেন, কলকাতা এখনো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অংশীদার এবং নীতিনির্ধারকেরা মিলে আলোচনায় বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, 'সত্যি বলতে, আমাদের আলোচনায় বসে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে। কখনো কখনো এমন হয়, সবকিছু করার পর পেছন ফিরে গোটা ব্যাপারটায় তাকাতে হয়। অংশীদারেরা ও নীতিনির্ধারকদের একটি অংশ এখানে (জেদ্দায়) থাকবে না। তাই আমরা সবাই মিলে বসে ভালোভাবে আলোচনা করব। আমি নিশ্চিত, ভালো একটি সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে।' শ্রেয়াস ও নীতীশকে ছেড়ে দেওয়ার পর কলকাতা নিশ্চয়ই তাদের আগামী মৌসুমের নেতৃত্ব নিয়ে ভেবেছে। নিলামেও যে এ বিষয়টি কলকাতার নীতিনির্ধারকদের মাথায় ছিল, সেটি বোঝা যায় ভেঙ্কির কথায়। নইলে ২০২৫ আইপিএলের জন্য ২১ জনের স্কোয়াড নিয়ে ভেঙ্কি এতটা সন্তুষ্টি হয়তো প্রকাশ করতেন না, 'আমার মনে হয়, (নিলামে) নিজেদের পরিকল্পনায় অটল থেকে গোটা দলই দারুণ কাজ করেছে। এটাই আসল কৌশল। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা যেসব দিক ভাবনায় রেখে দলটা যেভাবে গোছাতে চেয়েছি, সেটা করতে পেরে খুব খুশি লাগছে।' কলকাতার অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের নামটি বেশি উঠে আসছে। ২০২১ সাল থেকে তিনি কলকাতায় খেললেও এবার নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল নাইটরা। কিন্তু নিলামে রাজস্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই অলরাউন্ডারকে চড়া দামে (২৩ কোটি ৭৫ লাখ রুপি) তারা কেনায় অনেকেরই ভ্রু কুঁচকেছে। ভেঙ্কটেশ টি-টোয়েন্টির কার্যকরী খেলোয়াড়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে এত দামে কেনার পেছনে কি অধিনায়কের শূন্যস্থান পূরণের ব্যাপারটিও ভেবেছে কলকাতা? এই প্রশ্নও উঠেছে। কলকাতার অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে আছেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার
ভারতের সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, নিলামে কলকাতা তাঁকে কেনার পর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়কত্ব নিয়ে ভেঙ্কটেশ কথাও বলেছেন, 'নীতীশ রানার (২০২৩ সালে) অনুপস্থিতিতে আমি দলের অধিনায়কত্ব করার সুযোগ পেয়েছি, যখন সে দুর্ভাগ্যজনকভাবে চোটে পড়েছিল। এ ছাড়া আমি সহ-অধিনায়কও ছিলাম।'

১২ ছক্কা ও ৭ চারে ২৮ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড গুজরাটের উর্বিল প্যাটেলের

আপনজন ডেস্ক: ভিত্তিমূল্য ছিল মাত্র ৩০ লাখ টাকা, তবে নিলামে কোনো দলই ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান উর্বিল প্যাটেলের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। সেই আক্ষেপই যেন মাঠে ঝাড়লেন তিনি।
সৈয়দ মুশতাক ট্রফিতে করলেন ২৮ বলে সেঞ্চুরি, যা কি না ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম। আর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম। আজ মুশতাক আলী ট্রফিতে ত্রিপুরা-গুজরাট ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েছেন উর্বিল।
ত্রিপুরার ১৫৬ রানের লক্ষ্যে মাত্র ১০.২ ওভারে পৌঁছে যায় গুজরাট। ২৮ বলে সেঞ্চুরি করা উর্বিল অপরাজিত থাকেন ৩৫ বলে ১১৩ রান নিয়ে। তাঁর ইনিংসে ছিল ১২ টি ছক্কা, চার ছিল ৭টি।
ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে দ্রুততম সেঞ্চুরি ছিল ঋষভ পন্তের। তিনি ২০১৮ সালে এই মুশতাক আলী ট্রফিতেই ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।
স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি সাহিল চৌহানের। ভারতীয় বংশোদ্ভূত চৌহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন এস্তোনিয়ার হয়ে।
গত জুনে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন এস্তোনিয়ার মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান। তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি ক্রিস গেইলের, ২০১৩ সালে আইপিএল ৩০ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি।
মজার ব্যাপার হলো, গত বছর ২৭ নভেম্বরও সেঞ্চুরি করেছিলেন উর্বিল। গুজরাটের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৪১ বলে করেন সেঞ্চুরি। যেটি ছিল লিস্ট এ ক্রিকেটে ভারতীয় দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। ৪০ বলে সেঞ্চুরি করে রেকর্ডটির মালিক ছিলেন ইউসুফ পাঠান। ঠিক এক বছর পর উর্বিল আবারও সেঞ্চুরি করলেন।

মাচেরানো এখন মেসির কোচ

আপনজন ডেস্ক: আবারও পথ মিলে গেল লিওনেল মেসি ও হাভিয়ের মাচেরানোর। জাতীয় দলের দীর্ঘদিনের সঙ্গীর সঙ্গে আবারও একত্রে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন মাচেরানো। তবে সতীর্থ নয়, এবার মেসির গুরু হিসেবেই কাজ করবেন আর্জেন্টিনার সাবেক ডিফেন্ডার। মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মাচেরানো। শুধু জাতীয় দলেই নয়, দুই আর্জেন্টাইন তারকা এর আগে বার্সেলোনাতেও সতীর্থ ছিলেন। মাচেরানো ইন্টার মায়ামিতে জেরার্দো মার্তিনোর জায়গা নিলেন। মার্তিনো গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত কারণে ইন্টার মায়ামির কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এরপরই নতুন কোচের সন্ধানে নামে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাবটি। মঙ্গলবার মাচেরানোকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে সেই কাজ সেরেছে ইন্টার মায়ামি। মায়ামির কোচ হওয়ার আগে মাচেরানো সর্বশেষ কোচ ছিলেন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ ও অলিম্পিক দলের। সেই মাচেরানোর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছে মায়ামি। চুক্তিসংক্রান্ত আরও কিছু কাজ সারার পর মেসিদের সঙ্গে কাজ শুরু করবেন ৪০ বছর বয়সী মাচেরানো।
ইন্টার মায়ামির সহমালিক হোর্হে মাস জানিয়েছেন, কেন তাঁরা মাচেরানোকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দিলেন, 'এই কাজে এমন একজনকে দরকার ছিল, যিনি কিনা আমাদের বিশ্বতারকা ও অন্য খেলোয়াড়দের প্রতিভার সর্বোচ্চটা বের করে আনতে পারবেন। হাভিয়ের (মাচেরানো) ফুটবল-বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে খেলে ও আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলের কোচিং করিয়ে অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।'

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com
গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

৮২ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও হার!

মোসতাফিজুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এটাই করে দেখালো মহামেডান। এবারের আইএসএলে প্রথম থেকেই বেশ কয়েকটা ম্যাচ জিততে জিততে হেরেছে মহামেডান। কালও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো।যদিও এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন সুনীল ছেত্রী।'বুড়ো' বয়সেও ভেল্কি দেখালেন।পরিবর্ত হিসাবে নেমে জোড়া গোল করে আন্দ্রে চের্নিশভের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন তিনি।
যদিও দিনের শুরুটা এমন ছিল না।ম্যাচের ৮ মিনিটেই কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেড করে ব্যাঙ্গালুরুর জালে জড়িয়ে দেন মহামেডানের বিদেশি ফরোয়ার্ড মাঞ্জুকি।
প্রথমার্ধে ১-০ লিড নিয়ে ড্রেসিংরুমে যাওয়া মহামেডান দ্বিতীয়ার্ধে খেই হারিয়ে ফেলে।৮২ মিনিটে পেনাল্টি পায় ব্যাঙ্গালুরু।বক্সের মধ্যে ফাউল করেন মাঞ্জুকি।যদিও রেফারি পেনাল্টি না দিলেও পারতেন,এটা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকবে! পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি সদ্য প্রাক্তন ভারতীয় ক্যাপ্টেন।
তবে রহস্য তখনও বাকি ছিল।সবাই যখন ভাবছে ম্যাচ শেষ,তখনই অর্থাৎ ইনজুরি টাইমেরও শেষ মূহুর্তে হেডে মহামেডানের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন সেই সুনীল ছেত্রী। ফলে ঘরের মাঠে আবারও শূন্য হাতে ফিরছে সাদাকালো শিবির।

প্রতি বলের জন্য তিনি পাবেন ৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা

আপনজন ডেস্ক: রানআপ নিয়ে একটা করে বল ডেলিভারি দেবেন তিনি। সেই বলে অনেক কিছুই হতে পারে। ব্যাটসম্যান আউট হতে পারেন, ডট হতে পারে, আবার ১, ২, ৩ বা চার-ছক্কাও হতে পারে। দলের জন্য ভালো হোক বা মন্দ, এই প্রতিটি ডেলিভারির জন্য তিনি পাবেন ৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। এই সংখ্যা ন্যূনতম। প্রতিটি ডেলিভারির দাম সাড়ে ৫-৬ লাখ টাকাও হয়ে যেতে পারে। সামনের আইপিএলে এমনই দামি সব বল করবেন অর্শদীপ সিং। ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা এই বাঁহাতি পেসার নিলামে যে দামে বিক্রি হয়েছেন, আর মাঠে তাঁর সম্ভাব্য যে ভূমিকা, সেটির যোগ-বিয়োগই বলে দিচ্ছে এমন হিসাব। সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আইপিএলের মেগা নিলামে অর্শদীপকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে প্রীতি জিনতার পাঞ্জাব কিংস। সর্বশেষ ৬ মৌসুমে তিনি পাঞ্জাবেই খেলেছেন। ৬৫ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৯.০২ রান খরচে নিয়েছেন ৭৬ উইকেট। এবারের নিলামের আগে তাঁকে ধরে রাখার সুযোগ ছিল পাঞ্জাবের। যেকোনো কারণেই হোক, সেটি পাঞ্জাব করেনি বা হয়নি। তবে নিলাম থেকে সেই অর্শদীপকে আবার দলে ভিড়িয়েছে দলটি। নিলামে ২৫ বছর বয়সী অর্শদীপের জন্য ১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দাম হাঁকিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগের দল চাইলে একটা দাম ধরে রেখে দিতে পারে। পাঞ্জাব সেটিই করেছে ১৮ কোটি টাকা দাম উঠিয়ে। মেগা নিলাম শেষে দেখা যায়, এবারের অর্শদীপ চতুর্থ সর্বোচ্চ দাম পাওয়া খেলোয়াড়, পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আগ্রহের তুঙ্গে ছিলেন। ব্যাটিং-নির্ভর আইপিএলে তাঁর এমন দাম অপ্রত্যাশিতও ছিল না। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দাম ওঠা শ্রেয়াস আইয়ার ব্যাটসম্যান হিসেবে তো বটেই, গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতাকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে অধিনায়ক হিসেবেও সফল। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দাম পাওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ার ব্যাটিং-বোলিং দুটিই পারেন।
কিন্তু এই তিনজনের তুলনায় অর্শদীপের উপযোগিতা একপক্ষীয়। শুধু বোলিংটাই করেন। ব্যাটিংয়ে দল তাঁকে এতটাই অনুপযুক্ত মনে করে যে গত মৌসুমে ১৪ ম্যাচ খেলে মাত্র ১ ইনিংস ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন। বাকি সময়ে তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আইপিএলে তাঁর ব্যাটিং-সামর্থ্য ফুটিয়ে তুলতে আরেকটা তথ্য যথেষ্ট–৬৫ ম্যাচের মধ্যে ব্যাট করেছেন মাত্র ১২ বার, তাতে রান মোটে ২৯। বোঝাই যাচ্ছে, অর্শদীপকে শুধু বোলিংয়ের জন্যই নিয়েছে পাঞ্জাব। প্রতিটি দল লিগ পর্বে খেলে ১৪ ম্যাচ। অর্শদীপ যে লিগ পর্বে সেই ১৪ ম্যাচেই খেলবেন এবং প্রতিটিতে ৪ ওভার করে বোলিং করবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। আবার দল প্লে অফে ও ফাইনালে গেলে ম্যাচের সংখ্যা বাড়তেও পারে। সব মিলিয়ে হিসাবের ক্ষেত্রে আপাতত ১৪ ম্যাচ বিবেচনায় নেওয়াই শ্রেয়। অর্শদীপ এই ১৪ ম্যাচের প্রতিটিতে ৪ ওভার করে বল করলে পুরো আইপিএলে তাঁর মোট ডেলিভারি হবে ৩৩৬টি। ১৮ কোটি টাকা দামের সঙ্গে ডেলিভারির সংখ্যা বিবেচনায় নিলে অর্শদীপের প্রতিটি বলের দাম পড়বে ৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা করে। সব ম্যাচ না খেললে বা প্রতি ম্যাচে ৪ ওভার করে বোলিং না করলে প্রতি ডেলিভারির দাম যে আরও বাড়বে, তা তো বুঝতেই পারছেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিল আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
(Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**